আইনে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

مَنْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ

দাওরা (ডবল), ভারত; কামেল (ডবল)

মুহাদ্দিছ- আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী; সদস্য- দা-রুল ইফতা,
'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ', কাজলা, রাজশাহী।

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত

প্রথম প্রকাশ ঃ
সফর ১৪২৫ হিজরী, এপ্রিল ২০০৪ ঈসায়ী, চৈত্র ১৪১০ বাংলা

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
শা'বান ১৪২৫ হিজরী, সেপ্টেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী, ভাদ্র ১৪১১ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ, ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

K BORO KHOTIGROSTO :

WRITTEN BY ABDUR RAJJAQ BIN YOUSUF, MUHADDIS, AL-MARKAZUL ISLAMI AS-SALAFI, NAWDAPARA, RAJSHAHI.

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَن يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় বইটি প্রকশের পরপরই কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার দরুণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশেষে বিলম্বে হলেও বইটি প্রকাশিত হল। ফালিল্লাহিল হামদ। কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত বইটি প্রকাশ করতে পেরে সর্বাগ্রে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকদেরও ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতে অনেকদিন আগেই এমন এশটি বই রচনার মনস্থ করেছিলাম। বিশেষ করে বিভিন্ন সভা সমাবেশে যখন বক্তব্য রাখি তখনই এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য বইয়ের জন্য সাধারণ মানুষ যেন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। যা তাদের ইহকাল ও পরকালে পাথেয় হবে। অবশ্য এমর্মে বাজারে কিছু বই চালু থাকলেও অধিকাংশই ছহীহ হাদীছের সাথে সম্পর্কহীন। ছহীহ হাদীছের আলোকে উক্ত বইটির রচনা করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। এ বইয়ে কোন মাযহাব বা বিদ্বানে অন্ধ অনুসরণ করা হয়নি। বরং নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ক্ষতিগ্রস্তেদের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বইটির বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী, অহংকারী ব্যক্তি মিথ্যা শপথকারী, জুয়ায় অংশ গস্থহণকারী, মদ পানকারী, গান বাজনা ও বাদ্য যন্ত্র শ্রবণকারী, খিয়ানতকারী, অত্যাচারী, ওযনে কম দানকারী ইত্যাদি অধ্যায় সমূহ। বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুযাফফর বিন মহসিন। আরও যারা সহযোগিতা করেছে তাদের সকলের আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। বইটি আমাদের সকলের জন্য পরকালীন পাথেয় হউক। পরিশেষে বইটি পাঠে সাধারণ মুসলমান সতর্ক হয়ে বড় পাপ ত্যাগ করলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বিনীত গ্রন্থকার

بسم الله الرحمن الرحيم

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত

إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (سورة العصر : ٢)

নিশ্চয়ই মানুষ বিভিন্ন পাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলাও বলেছেন, “নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।” *(সূরা আছর)*। মানুষ সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় শির্কের পাপে।

শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ সাদৃশ্য, সমকক্ষ বা শরীক নির্ধারণ করা। শরী‘আতের পরিভাষায় শির্ক হচ্ছে, মানুষ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা, কোন কিছুর আশা করা, তাকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা কিংবা সাহায্য চাওয়া যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না। অথবা তার নিকট মীমাংসা চাওয়া, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা, তার নিকট হতে শরী‘আতের বিধান গ্রহণ করা, কিংবা তার নামে পশু যবেহ করা, মানত করা, তাকে ততটুকু ভালবাসা যতটুকু আল্লাহ্‌কে ভালবাসা উচিত। সুতরাং আল্লাহ যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাস তাঁর জন্য নির্ধারণ করেছেন সেগুলির সব কিংবা কোন একটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করাই হল শির্ক।

০১. গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী ঃ

গিঁটের নীচে কাপড় পরিধান করা অহংকার ও দাম্ভিকতার নামান্তর, যা আল্লাহ ঘৃণা করেন। কারণ অহংকার করা একমাত্র আল্লাহ্‌রই শোভা পায়। অন্য কেউ তা গ্রহণ করলে তার পরকাল হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তুমি গর্ব করে পৃথিবীতে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারীকে পসন্দ করেন না’ *(লুক্বমান ১৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পায়ের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, সে জাহান্নামী’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪১২৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না, যে অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে পরে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১১; বাংলা হা/৪১২২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আত্মম্ভরী করে তার কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে পরিধান করবে, আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১২)*।

عَنْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করত। তাই তাকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের মধ্যে ধসিতে থাকবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৩)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخدري قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثَلاَثًا لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, মুমিনের কাপড় থাকবে তার অর্ধ গোছা পর্যন্ত।

তবে টাখনু ও গোছার মাঝামাঝি থাকলে কোন দোষ নেই। কাপড় টাখনুর যে পরিমাণ নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। কথাটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার বললেন। তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার করে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ, ক্বিয়ামতের দিন তার প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ্ মিশকাত হা/৪৩৩১; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪১৩৮)*। প্রকাশ থাকে যে, নারীরা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাপড় পায়ের পাতার নীচে থাকবে।

০২. গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ঃ

গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শাস্তি খুব অপমানজনক। যেহেতু এসব কাজের ভাল-মন্দ স্বাদ চোখ ও কানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং বড় অপমানজনক। অবৈধ ক্রীড়া-কৌতুক, টিভি-সিনেমা, পেপার ও রাস্তা-ঘাটের অশ্লীল ছবি প্রদর্শন হারাম। অশ্লীল ক্যাসেট, বই-পুস্তক ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও হারাম। বর্তমানে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল ক্যাসেট,বই, গান-বাজনা, উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এ সবের শাস্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ(سورة لقمان : ٦)

'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি' *(লুক্বমান ৬)*।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'অবশ্যই অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে' *(বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ)*।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ.

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫০৩ ; বাংলা ৮ম খণ্ড হা/৪৩০৪)*।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

আবু ওমামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা গায়িকা নর্তকীদের বিক্রয় কর না, তাদের ক্রয় কর না, তাদের গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শিখিয়ে দিয়ো না, তাদের উপার্জন হারাম *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৮০)*

অত্র হাদীছে গান-বাজনার যে কোন মাধ্যম হারাম করা হয়েছে। কাজেই সিনেমা, যাত্রা, ভিসিডি, থিয়েটার আরো যত মাধ্যম আছে সবগুলির ব্যবসা হারাম।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

নাফে' (রাযিঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাযিঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেলে তিনি তাঁর দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গেলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, নাফে' তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তিনি তার দুই আঙ্গুল দুই কান হতে বের করে বললেন, আমি একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস

করেছিলেন যেভাবে আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/ ৪৯২৪, সনদ ছহীহ)*।

অত্র হাদীছে বুঝা যাচ্ছে গান বাজনা ও বাদ্য যন্ত্রের শব্দ যেন কানে না আসে তার সম্ভবপর চেষ্টা করতে হবে।

০৩. গনীমত রাজকোষের সম্পদ আত্মসাৎ করা ঃ

গনীমতের মাল চুরি মহাপাপ। কুরআন-হাদীছে তার কঠিন শাস্তির কথা রয়েছে। কারণ রাজস্ব চুরি করা কিংবা তাতে খিয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খিয়ানত অপেক্ষা বেশী পাপের কাজ। রাজ কোষের মালের সাথে গোটা দেশের অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখন কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার ফেরত দেয়া কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, যাদের কাছে ক্ষমা নেয়া সহজ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (سورة آل عمران : ١٦١)

'নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি খিয়ানত করবেন। আর যে লোক খিয়ানত করবে সে ক্বিয়ামতের দিন সেই খিয়ানত করা বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে' অতঃপর প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পাবে যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। *(আলে ইমরান ১৬১)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (سورة الأنفال : ٥٨)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা খিয়ানতকারীদেরকে পসন্দ করেন না' *(আনফাল ৫৮)*।

عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

খাওয়ালাহ আনছারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্র সম্পদ

অন্যায়ভাবে দখল করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৫; বাংলা- ৮ম খণ্ড, হা/৩৮১৯ 'জিহাদ অধ্যায়')*।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে বক্তব্য দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তিনি খিয়ানত সম্পর্ককে বক্তব্য দিলেন এবং খিয়ানতের বিষয়টি খুব বড় করে পেশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে আমি এমন অবস্থায় পাব যে, তার কাঁধের উপর উট চিৎকার করতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আজ আল্লাহ্র সামনে তোমার জন্য সামান্য কিছু করার ক্ষমতা আমি রাখি না যা পূর্বেই বলেছি। ক্বিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় পাব যে তার কাঁধের উপর ঘোড়া চিৎকার করতে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে রক্ষা করেন, আমি বলব, আজ আল্লাহ্র সামনে তোমার জন্য সামান্য কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই যা আমি পূর্বেই বলেছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এই অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে কাঁধের উপর একটি ছাগল বহন করছে এবং আমাকে বলবে আল্লাহর রাসূল আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব আমি কিছুই করতে পারব না।

আমিতো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে সে নিজের কাঁধের উপর চিৎকার রত একটি মানুষ বহন করে নিয়ে আসবে আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর কাপড় ইত্যাদির এক খণ্ড বহন করে নিয়ে আসছে। আর উহা ভীষণ তার কাঁধের উপর দুলছে, তখন সে আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন, আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। কিয়ামতে আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় না দেখতে পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর অচেতন সম্পদ (সোনা চাঁদি) বহন করে নিয়ে আসছে। আর আমাকে বলবে হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। *(মুসলিম, মিশকাত বঙ্গানুবাদ হা ৩৮২০)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে যা আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন সেটা তার কাঁধের উপর থাকবে।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَنَارٌ.

ওবাদাহ ইবনু ছামিত (রাযিঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গনীমতের এক ক্ষুদ্র কণা পরিমাণ জিনিস হাতে করে বললেন, হে উপস্থিত জনগণ! আমার হাতের এই ক্ষুদ্র অংশ তোমাদের গনীমতের মালের অন্তর্ভুক্ত। সুচ পরিমাণ বা তার চেয়ে কম-বেশি সম্পদ কারো নিকট থাকলে তা পেশ কর। নিশ্চয়ই খিয়ানত ক্বিয়ামাতের দিন খিয়ানতকারীর জন্য অপমান-অপদস্ত ও জাহান্নামের কারণ হবে *(ইবনু মাজাহ হা/২৮৫০, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আদী ইবনু আমিরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি যাকে তোমাদের কোন কাজের দায়িত্বশীল করি, অতঃপর সে সূচ পরিমাণ বস্তু বা তার চেয়ে বেশী সম্পদ আত্মসাৎ করল, সেটাই হবে খিয়ানত। ক্বিয়ামাতের দিন সেই বস্তু নিয়ে সে উপস্থিত হবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৮০ ; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬৮৮ ‘যাকাত’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গনীমতের মালের এক ব্যক্তি দায়িত্বশীল ছিল, যে কারকারা নামে পরিচিত। সে মারা গেলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেন। ছাহাবীগণ তার নিকট গিয়ে দেখলেন সে একটি

চাদর আত্মসাৎ করেছিল *(ইবনু মাজাহ, হা/২৮৪১, হাদীছ ছহীহ, বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৮; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৮২২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ওমর (রাযিঃ) আমাকে বললেন, ‘খায়বারের যুদ্ধের দিন ছাহাবীগণের একটি দল বাড়ী ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় ছাহাবীগণ বললেন, অমুক অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে ছাহাবীগণ শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কখনো নয়, আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে’।
(মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৩৪ ; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৮৫৭)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمَ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, মিদআম নামে একটি গোলাম রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাদিয়া দিয়েছিল। মিদআম এক সময় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উটের পিঠের হাওদা নামাচ্ছিল এমতাবস্থায় একটি তীর এসে তাকে লাগে এবং সে মারা যায়। ছাহাবীগণ বলেন, তার জন্য জান্নাত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কখনই নয়। আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই ঐ চাদরটি যেটি সে খায়বারের গনীমত বণ্টন করার পূর্বে আত্মসাৎ করেছিল সে চাদরটি জাহান্নামের আগুন তার উপর উত্তেজিত করছে। এ কথা শুনে একজন লোক একটি জুতার ফিতা বা দু’টি জুতার ফিতা রসূলের নিকট

নিয়ে আসল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, একটি বা দু'টি জুতার ফিতা আত্মসাৎ করলেও জাহান্নামে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৭; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা ৩৮২১)*। অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মসাৎকৃত বস্তু ক্ষুদ্র হলেও তার পরিণাম জাহান্নাম।

০৪. মিথ্যা শপথকারী ঃ

মিথ্যা কসম একটি বড় পাপ, যার মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয় এবং অন্যের ক্ষতিসাধন করা হয়। মিথ্যা কসমকারীর জন্য পরকাল নেই। মিথ্যা কসমকারীকে আল্লাহ পবিত্র করবেন না। আল্লাহ্ তার জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারণ করে বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (آل عمران : ٧٧)

'যারা আল্লাহ্র নামে কৃত অংগীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। তাদের সাথে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিও দিবেন না। তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আলে ইমরান ৭৭)*।

عَن ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি সেচ্ছায় মিথ্যা কসম করে অন্য মুসলমানের সম্পদ দখল করে, সে ক্বিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৫৯; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫৮৬ 'মীমাংসা ও বিচার' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

আবূ উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানকে তার হক থেকে বঞ্চিত করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অল্প বস্তুর জন্য হলেও? অর্থাৎ খুব কম হলেও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আরাক গাছের ডালের ব্যাপারে কসম খেলেও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)*।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে করুণার দৃষ্টি দিবেন না। তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবূ যার (রাযিঃ) বললেন, তারা খর্ব হল, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হল, তারা কারা? হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, (১) গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী পুরুষ (২) অনুগ্রহ করে প্রকাশকারী অর্থাৎ খোঁটাদানকারী এবং (৩) মিথ্যা কসমে পণ্য বিক্রিকারী। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫; বাংলা-৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৭৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

ক্বাতাদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কসম করা হতে সাবধান থাক। কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা কসমে সম্পদ বেশি করে কিন্তু পরে আবার ধ্বংস করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৩)*।

عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা কসমে পন্য বেশি করে কিন্তু বরকত ধ্বংস করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৪)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা; পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ও জেনেশুনে মিথ্যা কসম করা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০)*। উল্লেখ্য আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত যে কোন বস্তুর কসম করা নিষেধ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতামহের নামে শপথ করতে নিষেধ করেন। কেউ কসম করতে চাইলে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০ বাংলা ২য় খণ্ড হা/৩১৩)*।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلاَ بِآبَائِكُمْ

আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা মূর্তির নামে কসম করনা এবং তোমাদের পিতার নামেও কসম করো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৮; বাংলা-৭ম খণ্ড,হা/৩২৬২'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*।

০৫. অত্যাচারী ঃ

মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণ করা, মানুষের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করা, প্রত্যেক বস্তুর স্ব স্ব হক্ব আদায় না করা অত্যাচার। অত্যাচারী মানুষকে মানুষ ভয় করে। এর পরিণাম জাহান্নাম। সাধারণত সবল মানুষ দুর্বল মানুষের প্রতি অত্যাচার করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না' *(শূরা ৩৯)*।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة الشورى : ٤٢)

অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৩৯)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (سورة هود : ١١٣)

'ঐ সমস্ত অত্যাচারীদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়না। নইলে তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে' *(হূদ ১১৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (سورة الشعراء : ٢٢٧)

'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ' *(শুআরা ২২৭)*।

আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন,

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (سورة هود : ١٠٢)

'আপনার প্রতিপালক যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে ধরেন তখন এমনিভাবেই ধরেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক' *(হূদ ১০২)*।

অত্র আয়াতের উপরের আলোচনায় নূহ, হুদ, ছালিহ, লূৎ, শুআইব (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে এবং ফেরাউনকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৩)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ . . . . . وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মু‘আয (রাযিঃ)-কে ইয়ামান পাঠালেন তখন কিছু দায়িত্ব দেয়ার পর এ মর্মে উপদেশ দিলেন যে, তুমি অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদো‘আ থেকে বেঁচে থাক। কারণ অত্যাচারিত ব্যক্তি এবং ব্যক্তির দোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই অর্থাৎ তার দো‘আ দ্রুত কবুল হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২;বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬৮০ ‘যাকাত’ অধ্যায়)*।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি অত্যাচার করে অর্ধহাত যমীন দখল করতে নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপ সাতটি যমীন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে’ *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৩৮; বাংলা ৬ষ্ট খণ্ড, হা/২৮১০ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ঋণ পরিশোধ করতে পারবে এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টাল বাহানা করা অত্যাচার’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৭; বাংলা- ৬ষ্ট খণ্ড, বা ২৭৮০ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ الْعَمَلَ وَلَمْ يُعْطِهِ أُجْرَتَهُ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘আমি ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে ঝগড়া করব- (১) এমন ব্যক্তি যে আমার সাথে অংগীকার করল অতঃপর তা ভংগ করল (২) যে ব্যক্তি মুক্ত মানুষকে বিক্রি করল এবং তার মূল্য খেয়ে ফেলল এবং (৩) যে ব্যক্তি কাজের জন্য লোক নিল, লোকটি তার পূর্ণ কাজ করল, অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না’ *(বুখারী ১/৩০২ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,‘ক্বিয়ামাতের দিন সবার হক আদায় করা হবে, এমনকি শিংবিহীন ছাগলকে শিং প্রদান করে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৯০১ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারী ব্যক্তি হতে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা অত্যাচার করা হ’তে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন হবে অন্ধকার। তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক কৃপণতা তোমাদের পূর্বে জনগণকে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করার প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি উৎসাহিত করেছিল’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫; বাংলা-৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৭১ ‘যাকাত’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيَ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ছামূদ সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার এলাকা পার হচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমরা

ঐসব লোকের বাসস্থানে প্রবেশ কর না যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে। তবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্রন্দন অবস্থায় প্রবেশ করতে পার। কারণ তোমাদের উপর ঐ বিপদ আসতে পারে যা তাদের উপর এসেছিল। তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তরবারী মাথায় করে ঐ এলাকা দ্রুত পার হয়ে গেলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৫; বাংলা-৯ম খণ্ড, হা/৪৮৯৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারী ব্যক্তি ধ্বংস হলেও তাদের মন্দ প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমরা বলতে পার সবচেয়ে দরিদ্র কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র সেই যার কোন অর্থ নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার উম্মতে সবচেয়ে গরীব এমন ব্যক্তি যে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। অপরদিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ করা অপবাদ দেয়া ও গালি দেয়ার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন তার নেকী হতে তাদেরকে পরিশোধ করা হবে। তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তাদের পাপ নিয়ে তার উপর চাপানো হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে,অত্যাচার হক নষ্ট করা পাপের অন্তর্ভুক্ত যার কিয়ামতের দিন পরিশোধ করতে হবে।

০৬. না হক্ব বিচারক অথবা আল্লাহ্‌র আইনের অবাধ্য বিচারক ঃ

সমাজে দুর্নীতি চেপে আসার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত বিচার না করা। ন্যায়সঙ্গত বিচার না করলে মানুষের হক নষ্ট করা হয় যা ক্বিয়ামতের দিন

পরিশোধ করতে হবে। জেনেশুনে অন্যায় বিচার করলে পরিণাম হবে জাহান্নাম। না জেনে ন্যায়সঙ্গত বিচার করলেও হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (سورة المائدة : ٤٤)

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের' *(মায়িদা ৪৪)*।

আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورة المائدة : ٤٥)

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালিম' *(মায়িদা ৪৫)*।

আল্লাহ তা'আলা তার এক আয়াত পরে বলেন,

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(سورة المائدة : ٤٧)

'যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই পাপাচারী' *(মায়িদা ৪৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাকে মানুষের মাঝে বিচারক নির্ধারণ করা হল তাকে ছুরিবিহীন যবেহ করা হল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ মিশকাত বাংলা ৭ম খণ্ড হা/৩৫৬৬)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচার করা কাজটি বড় কঠিন বলে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ বিচার হক্ব হ'লে অনেক লোক অসন্তুষ্ট হবে। বিচার না হক হ'লে পরিণাম হবে জাহান্নাম।

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

বুরায়দা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বিচারক তিন প্রকার। এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতী, আর দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামী। (১) যে বিচারক সৎ উপলব্ধি করে এবং তদানুযায়ী বিচার করে সে জান্নাতী (২) যে বিচারক সত উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু তদানুযায়ী বিচার করে না সে জাহান্নামী। (৩) আর এক শ্রেণীর বিচারক সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করে সেও জাহান্নামী' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ-মিশকাত হা/৩৭৩৫ রাজত্ব পর্ব, বিচার অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِه

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আউফা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত হক্ব বিচার করে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাথে থাকেন। আর যখন না হক্ব বিচার করে আল্লাহ্ তখন তার কাজ তার উপর সম্পন করেন' *(ইবনু মাজাহ হা ২৩১২ হাদীছ ছহীহ, আহকাম অধায়)*।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

আবূ বাকরা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'অবশ্যই যেন কোন বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে বিচার না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৩১)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারকের প্রতি এমন বিপদ ঘনিয়ে আসবে যে বিচারক দুঃখ করে বলবে হায় আমি যদি একটি খেজুরের ব্যাপারে দু'জনের মাঝে বিচার না করতাম' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৩৭৪০ 'বিচার' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ্)*।

ন্যায় বিচারকের অবস্থা যদি এরূপ হয় তাহলে অন্যায়ভাবে বিচারকের অবস্থা কেমন হবে।

০৭. ছবি ও মূর্তিগ্রহণকারী

ছবি ও মূর্তি শিরকের উৎস। এর মাধ্যমে আক্বীদা ও দ্বীন নষ্ট হয়, ছবি-মূর্তি যুবক যুবতীদের চরিত্র ধ্বংস করে। এজন্য ছবি-মূর্তি গ্রহণকারীদের শাস্তি বড়ই কঠিন। তাদেরকে ছবি-মূর্তিতে আত্মা সঞ্চালন করতে বাধ্য করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا(سورة الأحزاب : ٥٧)

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ই তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিশাপ করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন অপমানজনক শাস্তি' *(আহযাব ৫৭)*।

ছবি ও মূর্তি অঙ্কন করে আল্লাহর গুণাবলীতে সাদৃশ প্রকাশ করে আল্লাহকে কষ্ট দেয়।

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ

আবূ ত্বালহা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে রহমত ও বরকতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৪৮৯; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪২৯৮ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدَ اللهِ بن مسعود قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি 'আল্লাহ্র নিকট ছবি মূর্তি অংকন কারীর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে' *(বুখারী ৮৮০ পৃঃ, মিশকাত হা/৪৪৯৭)*।

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা এসব ছবি-মূর্তি তৈরি করে, ক্বিয়ামতের দিন

তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে তোমরা যেসব ছবি-মূর্তি তৈরি করেছ তাতে আত্মা দান কর' *(বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মাত্র একটি ছবি-মূর্তিও তৈরি করবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে আত্মা দান করতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব হবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯, পোষাক অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছবিপূর্ণ কোন কিছু তাঁর বাড়ীতে দেখলে তা ছিঁড়ে বা ভেঙ্গে ফেলতেন' *(বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ.

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফর হতে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা তাকের উপর দিয়ে রেখেছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা দেখে ছিঁড়ে টুকরা করে দিলেন এবং বললেন, 'যারা ছবি-মূর্তি অংকন করে ক্বিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি হবে' *(বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ.

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সফর থেকে আসলেন, এমতাবস্থায় আমি একটি ছবিপূর্ণ পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটা সরিয়ে ফেলতে বললেন, আমি তা সরিয়ে দিলাম *(বুখারী ২/৮৮০ পৃঃ)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي

আনাস (রাযিঃ) বলেন, আয়েশা (রাযিঃ)-এর একটি চাদর ছিল যা দ্বারা তিনি তাঁর ঘরের এক পার্শ্ব পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, 'আমার নিকট থেকে চাদর সরাও তার ছবিগুলি সর্বদা আমার সামনে আসছে' *(বুখারী ২/৮৮১ পৃঃ)*

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.

আয়েশা (রাযিঃ) একটি ছোট বালিশ ক্রয় করেছিলেন। তাতে ছবি আঁকা ছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশের সময় তা দেখতে পেলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আয়েশা (রাযিঃ) তার মুখ দেখে বুঝতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তওবা করছি। আমি কি পাপ করেছি (আপনি ঘরে প্রবেশ করছেন না কেন?)। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'এই ছোট বালিশটি কোথায় পেলে'? তিনি বললেন, আমি এটা এজন্য ক্রয় করেছি যে, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'নিশ্চয়ই যারা এই সমস্ত ছবি তোলে বা অংকন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যাদের তৈরি করেছ তাদের জীবিত কর। তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে রহমত ও বরকতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(বুখারী ২/৮৮১ পৃঃ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ঘরে ছবি থাকবে সে ঘরে প্রবেশ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে ছবি-মূর্তি ধ্বংস করার আদেশ দিয়েছিলেন (নূহ ২৩)। ইবরাহীম (আঃ) ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করেছিলেন (আম্বিয়া ৫৮)। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছবি-মূর্তি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দেয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকত হা/১৬৯৬; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬০৫ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

০৮. মাপে বা ওযনে কম দানকারী ঃ

মাপে কম দেয়া হারাম। বিষয়টি শুধু ওযনে কম করার মধ্যে সীমিত নয়; বরং মাপের মাধ্যমে হোক গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় হোক প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা হারাম হবে। প্রাপককে প্রাপ্য কম দেয়া হক্ব নষ্ট করার পাপ। এই প্রাপ্য পরিশোধ না করলে অথবা ক্ষমা না নিলে ক্বিয়ামতের দিন নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। নেকী না থাকলে প্রাপকের পাপ নিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (سورة الأنعام : ١٥٢)

'ওযন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর যদি সে আত্মীয়ও হয়' *(আন'আম ১৫২)*। অন্যত্র বলেন,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً(سورة الإسراء : ٣٥)

'মেপে দেয়ার সময় মাপে পূর্ণ দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর। এটা উত্তম এবং পরিণাম ভাল' *(ইসরা ৩৫)*। এ আয়াতে মাপ ও ওযন পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, মাপ ও ওযন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারবেনা, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা সঠিক মাপ ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ - أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (سورة المطففين ١-٥)

'যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয়, কিংবা ওযন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহাদিবসে'। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (سورة الرحمن : ٩)

'তোমরা ন্যায় ওযন ক্বায়েম কর এবং ওযনে কম দিয়ো না' *(রহমান ৯)*।

اِبْنُ عَبَّسٍ كَانَ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ إِنَّكُمْ وُلِّيْتُمْ أَمْراً هَلَكَتْ فِيْهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ.

যারা ব্যবসা বাণিজ্যে ওযন ও মাপের কাজ করে তাদেরকে সম্বোধন করে ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলতেন, ওযন ও মাপ এমন একটি কাজ, যাতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর *(আন'আম ১৫২নং আয়াতের ব্যাখ্যা, হাদীছ ছহীহ, ইবনু কাছীর)*।

০৯. বেপর্দা নারী ঃ

যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সরাসরি জাহান্নামের উল্লেখ করেছেন, বেপর্দা নারী তাদের অন্যতম। যা মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। মানুষের ঈমান ধ্বংসেরও কারণ বটে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (سورة الأحزاب : ٣٣)

'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না' *(আহযাব ৩৩)*।

জাহেলী যুগে নারীরা নগ্ন, অর্ধনগ্ন হয়ে নিজেদেরকে প্রদর্শন করত যাকে বর্বরতা ও অসভ্য বলা হয়েছে। আমাদের নারীদেরকে এ নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পথ অবলম্বন করতে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (سورة الاحزاب : ٥٩)

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলে দিন যে, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' *(আহযাব ৫৯)*।

এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে। তারা যেন মাথার উপর দিক থেকে চাদর ঝুলিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। যাতে সাধারণ দাসীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (سورة النور: ٣١)

'হে নবী! আপনি ঈমানদার নারীদের বলে দিন। তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ চাদর দ্বারা ঢেকে রাখে' *(নূর ৩১)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নারীদেরকে দৃষ্টি নত রাখার জন্য আদেশ করেছেন। কারণ যেসব দৃশ্য পুরুষের জন্য ক্ষতিকর, সেসব দৃশ্য নারীর জন্যও ক্ষতিকর। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (سورة الأحزاب : ٥٣)

'তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ' *(আহযাব ৫৩)*।

অত্র আয়াতের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে অন্য কোন পুরুষ কোন ব্যবহারিক পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া যরুরী হ'লে সামনে এসে নিবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। দেয়াল, দরজা ও পোশাক অন্তরাল হ'তে পারে। অত্র আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة النور : ٦٠)

'বৃদ্ধ নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের বহির্বাস পোষাক (চাদর, বোরকা ইত্যাদি) খুলে রাখলে কোন অপরাধ হবে না। তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(নূর ৬০)*

অত্র আয়াতে পর্দার বিশেষ পোষাক পরা ভাল বলা হয়েছে। যদিও সমাজে এ আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তা মা বোরকা পরিধান করেন অথচ সাথে পূর্ণ যুবতী মেয়ে নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে থাকে।

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعْكَعْتَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

কোন এক সময়ে সূর্য গ্রহণের ছালাতের পর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা আপনাকে দেখলাম আপনি এই স্থান হতে কিছু সামনে গেলেন। অতঃপর আবার পিছনে আসলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি জান্নাত দেখলাম। আমি সেখান হতে একটি ফলের গোছা নেয়ার ইচ্ছা করছিলাম। আমি যদি একটি গোছা নিতাম, তাহ'লে তোমরা পৃথিবী বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত খেতে। তারপর আমি জাহান্নাম দেখলাম। আজকের মত

আশ্চর্য দৃশ্য আর কখন দেখিনি। সেখানে দেখলাম অধিকাংশই নারী । ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কেন? তিনি বললেন, 'তাদের কুফুরীর কারণে'। বলা হ'ল, তারা কি আল্লাহ্‌র সাথে কুফুরী করে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'না' তারা স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা এবং অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে না। তুমি যদি সারা জীবন তাদের সাথে অনুগ্রহ কর, অতঃপর তোমার মধ্যে কোন কিছু লক্ষ্য করে তারা বলে, আমি তোমার নিকট কখনও কল্যাণ পাইনি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮২; বাংলা ৩য় খণ্ড, হা/১৩১৭ 'ছালাত' অধ্যায়)*

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। কারণ হচ্ছে অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় না করা।

عن عبد الله بن عباس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য করলাম দেখলাম জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। অতঃপর জাহান্নামের প্রতি লক্ষ্য করলাম এবং দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৪; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৫০০৫ 'মন ভোলানো' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে নারীকে বিবাহ করা হয় ঃ (১) তার সম্পদ (২) বংশ (৩) সৌন্দর্য ও (৪) ধার্মিকতা। তুমি শুধুমাত্র ধার্মিকতার প্রতি লক্ষ্য কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৪৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধুমাত্র ধার্মিক পর্দানশীল মেয়েকে বিবাহ করতে বলেছেন। বাকী গুণগুলি থাকলে ভাল, না থাকলে কোন দোষ নেই।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সম্পূর্ণ পৃথিবী সম্পদ। আর পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এক পুরুষ অপর পুরুষের গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না। তেমনি এক নারী অপর নারীর গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না। দু'জন পুরুষ একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করতে পারে না। তেমনি দু'জন নারী একটি কাপড়ের নীচে শয্যা গ্রহণ করতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৬৬ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক বিষয়ে পুরুষকে পুরুষ থেকে এবং নারীকে নারী থেকে পর্দা করতে বলেছেন। বিশেষ করে হাতের কব্জি ও মুখমণ্ডল ব্যতীত একজন নারী অপর নারীর বাকী অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে না'।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.

ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এক নারী অপর নারীর অঙ্গের সাথে অঙ্গ লাগাতে পারে না বা স্পর্শ করতে পারে না। কারণ সে তার স্বামীকে ঐ নারীর অঙ্গের বিবরণ দিতে পারে তখন তার স্বামী ঐ নারীকে অন্তরের চোখে লক্ষ্য করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৯; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৯২১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীকে নারী থেকে পর্দা করতে বলেছেন। সুতরাং আমাদের দেশে বিবাহের অনুষ্ঠানে হলুদ মাখানো প্রথা নিতান্তই জঘন্য।

عَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নারীদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আমাকে আমার চোখ ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৭০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদের প্রতি স্বেচ্ছায় লক্ষ্য করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحَدَكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى إِمْرَأَتِه فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِه.

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মহিলারা শয়তানের আকৃতিতে আসে আর শয়তানের আকৃতিতে যায়। যদি কোন নারীকে তোমাদের কাউকে ভাল লাগে এবং সে অন্তরে গেঁথে যায়, তাহ'লে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট চলে যায় এবং তার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়। নিশ্চয়ই এ মিলন অন্তরের মন্দ পরিকল্পনা দূর করে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৫)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেহায়া নগ্ন নারীদেরকে শয়তানের সাথে তুলনা করেছেন। তাদের ক্ষতি অন্তরে জাগতে পারে বলে সতর্ক করেছেন।

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে নগ্নতার প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলে' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১০৯)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'নারী পর্দাবিহীন অবস্থায় বের হ'লে শয়তান তাকে পাপের উপর ক্ষিপ্ত করে'।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَافِرُمَرْأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُومَحرَمٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা একদিন এক রাতের সফর করতে পারে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৫; বাংলা ৫ম খণ্ড, হা/২৪০১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে একা সফর করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী রয়েছে যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি (প্রথম শ্রেণী) এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু পরিচালনা করা লাঠি থাকবে যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। (দ্বিতীয় শ্রেণী) নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সেই সুগন্ধি এত বহুদূর হতে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক মাসের পথের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়' *(মুসলিম, মিশকত হা/৩৫২৪; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৩৬৯)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নগ্ন পোষাক পরিহিতা বেহায়া ঈমান ধ্বংসকারিণী নারীদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি তাদেরকে জাহান্নামী বলেছেন। বিশেষ করে তাদের নগ্ন মাথার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'লজ্জাই হচ্ছে ঈমান। ঈমান হচ্ছে জান্নাত লাভের মাধ্যম' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৭৭; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৫৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লজ্জাকে ঈমান বলেছেন। অন্য হাদীছে

বলা হয়েছে, 'লজ্জা বিহীন নারী-পুরুষ সবকিছুই করতে পারে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৫১)*।

১০. নারীদের ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হুঁশিয়ারী ঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فَاتَّقُوا الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '.... তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারণ নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলের প্রথম দুর্ঘটনা নারীদের মধ্যেই ঘটে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৬; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৫২ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

উসামা ইবনু যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি আমার পরে এমন কোন জটিল সমস্যা ত্যাগ করিনি, পুরুষদের জন্য বেশী ক্ষতিকারক হতে পারে নারীদের চেয়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৫)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বেশী ধ্বংসাত্মক বলে ঘোষণা করেছেন। কাজেই পুরুষদের সাবধান থাকা যরূরী।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

উক্ববা ইবনু আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে সাবধান থাক। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবর সম্পর্কে কি বলছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'দেবর মরণ সমতুল্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৬৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদেরকে নারী থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন। আর ভাবীদেরকে দেবর থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ.

ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয় জন হবে শয়তান' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১১৮; বাংলা হা/২৯৮৪)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদেরকে অপর কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং শয়তান তাদেরকে বিপদগামী করবে বলে সাবধান করেছেন।

قَالَ رَسُولُ ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَ دِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَيْ كُنَّ.

একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ব্যাপারে অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও 'বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী পুরুষদের জ্ঞান' তোমাদের অপেক্ষা আর কেউ অধিক বিনষ্ট করতে পারে এমন কাউকে আমি দেখিনি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তিও নারীদের চক্রান্ত থেকে রেহায় পায় না। নারীদের চক্রান্ত অত্যন্ত শক্তিশালী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (سورة يوسف : ٢٨)

'নিশ্চয়ই তোমাদের (নারীদের) চক্রান্ত শক্তিশালী' *(ইউসুফ ২৮)*।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا (سورة النساء : ٧٦)

নিঃসন্দেহে শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দূর্বল। *(নিসা ঃ ৭৬)*

১১. সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দেহে চিত্র অংকনকারী, দাঁত শানিতকারী, ভ্রু সরুকারিণী ও চুলে জোড়া লাগানো নারী ঃ

শরীরে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নানা চিত্র অংকন করানো এবং দাঁত শানিত করা ইসলামী শরী'আতে হারাম। যারা এগুলি করবে তাদের প্রতি আল্লাহ্র

অভিশাপ রয়েছে। এ কাজগুলি শয়তানের পরামর্শে হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয় যা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ (سورة النساء : ١١٩)

(মানুষকে ভ্রান্ত করার ব্যাপারে শয়তানের বক্তব্য) 'আমি তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করব। তাদেরকে আশ্বাস দেব, তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং আল্লাহ্র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব' *(নিসা ১১৯)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন করা শয়তানের পরামর্শ।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুলে জোড়া লাগায় এবং অন্যদের দ্বারা লাগিয়ে নেই, যে নারী দেহে কিছু অংকন করে এবং অন্যের দ্বারা করিয়ে নেই উভয়ের প্রতি অভিশাপ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪২৩৩ 'পোশাক' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা শরীরে চিত্র অংকন করে এবং যাদের দ্বারা করিয়ে নেয়া হয় উভয়ের প্রতি অভিশাপ। যেসব নারী ভ্রূ সরু করে এবং চুলে জোড়া লাগায় তারা অভিশপ্ত। আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব নারীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেহে উল্কি (সুচিবিদ্ধ করে চিত্র অংকন) করে বা অন্যের মাধ্যমে করে নেয়। যারা ভ্রূ উপড়িয়ে চিকন করে, যারা দাঁত সমূহকে শানিত ও সরু বানায়। কারণ তারা আল্লাহ্র স্বাভাবিক সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১)*।

অত্র হাদীছে আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব নারী পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন যারা কৃত্রিম উপায়ে শরীরে যে কোন অঙ্গের বিকৃতি ঘটায়। এমনকি উঁচু জুতা পরে নিজেকে লম্বা প্রকাশ করা, ব্রেসিয়ার পরে নিজেকে কম বয়সী প্রকাশ করার মাধ্যমে সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায় যা হারাম। অনুরূপভাবে কম বয়সী প্রকাশের আশায় যে কোন উপায়ে শরীর পরিচর্যা করা হারাম।

১২. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী

জাহান্নামবাসীর অধিকাংশই হবে নারী। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং তার শুকরিয়া আদায় না করা। স্বামীর সন্তুষ্টি বিহীন স্ত্রীর ইবাদত কবুল হয় না। জান্নাত লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا(سورة النساء : ٣٤)

'যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ' *(নিসা ৩৪)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করার তিনটি পন্থা উল্লেখ করেছেন। (১) উপদেশ দান করা (২) শয্যা ত্যাগ করা (৩) প্রহার করা। এই তিনটি পন্থায় স্ত্রী বাধ্য না হ'লে তাকে তালাক প্রদান করা যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন স্বামী স্ত্রীকে (প্রয়োজনে) বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে। স্বামী তখন অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে। ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করে' অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তা অমান্য করে। তাহলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ঐ স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত থাকেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/৩১০৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কোন স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতিবিহীন নফল ছিয়াম পালন করা জায়েয নয় এবং স্বামীর অনুমতি বিহীন কোন ব্যক্তিকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয়া জায়েয নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩১; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৯৩৩ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করতে বলতাম, তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য আদেশ করতাম' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫৫; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/৩১১৬ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسًا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ–

আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হিফাযত রাখে ও স্বামীর আনুগত্য করে তখন সে যেন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে' *(হিলয়া, মিশকাত হা/৩২৫৪ হাদীছ হাসান)*।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍوقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى إِمْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ সে মহিলার দিকে করুণার দৃষ্টি দেন না যে স্বামীর শুকরিয়া আদায় করে না। আর সে স্বামীকে নিজের জন্য পরিপূর্ণ মনে করে না' *(ত্বাবারাণী, কাবায়ির পৃঃ ২৯৩)*।

১৩. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলা এবং মহিলার বেশ ধারণকারী পুরুষ

স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করে প্রকাশ করা নারী-পুরুষের এ এক নোংরা আচরণ। এ আচরণে নারী পুরুষের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজ কলুষিত হয়। মানুষের উপর আল্লাহ্‌র গযব নেমে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

'আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনবলীর একটি নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সঙ্গিণীর সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে তৃপ্তি পাও' *(রূম ২১)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে পুরুষদের জন্য শান্তি ও তৃপ্তির মাধ্যম করেছেন। কাজেই কেউ কারো বেশ ধারণ করতে পারে না। একে অপরের বেশ ধারণ করলে আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অমান্য করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (سورة النور : ١٩)

'যেসব লোক পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(নূর ১৯)*।

অত্র আয়াতে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার পরিণাম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বলা হয়েছে। আর পরস্পর বেশ ধারণ করা হচ্ছে অন্যায়-অপকর্ম, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার বাস্তবরূপ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের উপর অভিশাপ যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে; *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯, বাংলা ৮ম খণ্ড হা/৪২৩২)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন যে, মহিলার পোষাক পরিধান করে এবং সে মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৯, বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪২৭০, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ .

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজড়ার বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন এবং পুরুষ বেশ ধারণকারী নারীর উপর অভিশাপ করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ عَمْروعن النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّوثُ وَرَجُلَةَ النِّسَاءِ.

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন– রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না– (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী (৩) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী' *(নাসাঈ হাদীছ, ছহীহ)*।

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ

আবূ মুলায়কা (রাযিঃ) বলেন, একদা আয়েশা (রাযিঃ)-কে বলা হল- একটি মেয়ে পুরুষের জুতা পরে। তখন আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষের বেশধারী নারীর প্রতি অভিশাপ করেছেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৭০, হাদীছ ছহীহ)*।

হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব পোষাক পুরুষের পোষাক বলে পরিচিত সে সব পোষাক নারীরা পরিধান করলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ হবে। উল্লেখ্য নারীদের মাথার চুল ছোট করা পুরুষের বেশ ধারণ করার অন্তর্ভুক্ত।

১৪. মানুষকে হত্যাকারী ঃ

যেসব পাপ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তন্মধ্যে একটি পাপ হচ্ছে মানুষকে হত্যা করা। মানুষ হত্যা করে তওবা না করলে তার পরকাল হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(سورة النساء : ٩٣)

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(আন-নিসা ৯৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا(سورة المائدة : ٣٢)

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ ব্যতীত অন্যকে হত্যা করে অথবা ফাসাদ সৃষ্টি করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে' *(আল-মায়িদাহ ৩২)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ فذكرقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক...... তার একটি হচ্ছে অবৈধভাবে মানুষকে হত্যা করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২; বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হা/৪৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কাবীরা গুনাহ' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

জারীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা অগচরে পরস্পর হত্যা করে কাফির হয়ে ফিরো না' *(বুখারী- 'ইলম' অধ্যায়, ১/২৩ পৃষ্ঠা)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষ যতদিন পর্যন্ত অবৈধভাবে হত্যা না করবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামের উপর থাকবে' (বুখারী ২/১০১৪ পৃঃ, হা/১২১ 'ইল্‌ম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৪)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে অবৈধভাবে রক্ত প্রবাহিত সম্পর্কে বিচার করা হবে' *(বুখারী ২/১০১৪ পৃঃ হা/৬৮৬২ 'হত্যার প্রতিশোধ' অধ্যায়)*।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার চেয়ে একজন মু'মিনকে হত্যা করা আল্লাহ্‌র নিকট বড় অপরাধ *(ইবনু মাজাহ- হা/২১৩৮ 'দিয়াত' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوقال قال النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَقَتْلُ النَّفْسِ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক দ্বারা মিথ্যা কসম করা এবং মানুষকে হত্যা করা' *(বুখারী ২/১০১৫ পৃঃ হা/৬৮৭০)*।

عن ابن عمر قال قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'কোন ব্যক্তিকে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তাহলে সে পাপের একটা অংশ আদম (আঃ)-এর বড় ছেলে কাবিলের উপর চাপানো হয়। কারণ সেই প্রথম হত্যাকাণ্ড চালু করেছে' *(বুখারী ২/১০১৪ পৃষ্ঠা)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'ট্যাক্সের বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রদানকৃত অমুসলিমকে যে ব্যক্তি হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করবে না, যে সুগন্ধি ৪০ বছরের পথের দূরত্ব হতে পাওয়া যায়' *(বুখারী ২/১০২১ পৃঃ হা/৬৯১৪ 'দিয়াত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩০)*।

১৫. মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি ঃ

মানুষ মানুষের নিকট যে ভালবাসা-শ্রদ্ধা পাওয়ার হক্ব রাখে মাতা-পিতা তার প্রথম হক্বদার। পৃথিবীর আর কেউ তাদের মত শ্রদ্ধা পাওয়ার হক্ব রাখে না। কাজেই যারা তাদের অনুগত হবে না তারাই হবে বড় ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়াতে দ্বিতীয় বড় পাপ হচ্ছে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০; বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড, হা/৪৬)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا(سورة بني إسرائيل : ٢٣)

'আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে "উহ" পর্যন্ত বলবেনা, তাদেরকে ভৎর্সনা করবেনা বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। *(বানী ইসরাঈল ২৩)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (سورة لقمان : ١٤)

'আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর' *(লুকমান ১৪)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (سورة لقمان : ١٤)

‘আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য আদেশ করেছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুধ ছাড়া পর্যন্ত তাকে দু’বছর দুধপান করিয়েছে। কাজেই আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং তোমার মাতা-পিতার শুকরিয়া আদায় কর’ *(লুকমান ১৪)*।

মাতা-পিতা ছেলের নিকট যতটুকু মুখাপেক্ষী হয় ছেলে মেয়ে শৈশবকালে তার চেয়ে অনেক বেশী মুখাপেক্ষী থাকে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা কুরবান করেছিলেন এবং অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহমমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে তাঁদের কিছু ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য। আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (سورة الإسراء : ٢٣-٢٤)

‘পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বল না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (سورة الإسراء : ٢٣-٢٤)

‘হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে রহম করে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন’ *(বানী ইসরাঈল ২৩-২৪)*।

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘সময়মত ছালাত আদায় করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তারপর হচ্ছে পিতা-মাতার অনুগত হওয়া’ *(বুখারী ২/৮৮২, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হা/৫২২ ‘ছালাত’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এক ব্যক্তি বললেন, আমি (আল্লাহ্‌র পথে) জিহাদ করব। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছে কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ আছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এ দু’জনের ব্যাপারে জিহাদ কর অর্থাৎ তাদের সেবা কর’ *(বুখারী ২/৮৮৩)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে মানুষ তার পিতা-মাতার প্রতি অভিশাপ করা। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষ কিভাবে পিতা-মাতার প্রতি অভিশাপ করে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মানুষ কারো পিতাকে গালি দিলে সে তার পিতাকে গালি দেয়। কেউ কারো মাতাকে গালি দিলে সে তার মাতাকে গালি দেয়’ *(বুখারী ২/৮৮৩, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৬; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, হা/৪৬৯৭)*।

‘পিতা-মাতার সেবা করলে আল্লাহ দো‘আ কবুল করেন’ *(বুখারী ২/৮৮৩, মিশকাত হা/৪৯৩৮; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, হা/৪৭২১)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা দু’জনের একজনকে পেল (অথচ তাদের সেবা করল না) সে জান্নাত লাভ করতে পারল না। তার নাক ধূলায় মলিন হোক’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড হা/৪৯৯৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

আবূবকর (রাযিঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাযিঃ) বলেন, আমার অমুসলিম মা, আমার নিকট আসতেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা ইসলামের ব্যাপারে অনাগ্রহী, তিনি আমার নিকট আসেন আমি তার সাথে কি সদ্ব্যবহার করব? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ তার সাথে সদ্ব্যবহার কর’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯১৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬৯৬ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট’ *(তিরমিযী, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৯২৭; বাংলা হা/৪৭১০)*।

আবূদারদা (রাযিঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মাতা আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। আবূদারদা (রাযিঃ) তাকে বললেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা হচ্ছেন জান্নাত লাভের মাধ্যম। আপনি ইচ্ছা করলে তা হিফাযত করতে পারেন নষ্টও করতে পারেন’ *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৮)*।

জাহিমা নামে একজন ছাহাবী যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পরামর্শ নিতে আসলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তোমার মাতা আছেন কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর, তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে’ *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৩৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৭২২)*।

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে হিজরতের বায়‘আত করার জন্য এল। সে তার পিতা-মাতাকে কাঁদা অবস্থায় রেখে এসেছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছে সেভাবে হাসাও *(বুখারী)*।

১৬. পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। এদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত যরূরী। এছাড়া মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। সম্পর্ক ছিন্ন থাকলে মানুষের ইবাদত কবুল হয় না। সে জান্নাত লাভ করতে পারে না। কাজেই এ ধরনের মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ (سورة النساء : ١)

‘আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট জিজ্ঞেস করে থাক এবং আত্মীয়তার ব্যাপারে সতর্ক থাক’ *(নিসা ১)*।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (سورة محمد : ٢٢-٢٣)

‘ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিশাপ করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন’ *(মুহাম্মাদ ২২-২৩)*।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة البقرة : ٢٨)

‘(বিপদগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত’ *(বাক্বারাহ ২৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধন রহমান হতে নির্গত হয়েছে (অর্থাৎ রহমান আত্মীয়তা বন্ধন ভালবাসেন।) তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যে ব্যক্তি পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখবে আমি আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার প্রতি রহমত বন্ধ করব’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯২০; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৭০৩ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আত্মীয়তার বন্ধন আল্লাহ্র আরশের ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে বলে, যে ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখবে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছেড়ে দিবে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২১)*।

عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

যুবায়ের ইবনু মুত্বঈম (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২)*।

১৭. যেনাকারী ঃ

যে সব বড় পাপ করলে দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যেনা তার মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতে দু'টি বড় পাপের বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুব নিন্দনীয়, যেনা তার একটি। যেনাকারীর বাস্তব বিচার বা সামাজিক বিচার যেমন অপমানজনক তেমনি সমাজে দুর্নাম ছড়িয়ে যাওয়াও অপমানজনক। কাজেই যেনাকারী ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত, পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এমন একটা পাপ যার মাধ্যম অনেক। যেমন- চোখ, হাত, পা, কান, মুখ, অন্তর ও লজ্জাস্থান। এগুলির দ্বারা মানুষ যেনার মত জঘন্য পাপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (سورة الإسراء : ٣٢)

'তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইসরাঈল ৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(سورة الفرقان : ٦٨)

'তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকে না শরী'আত সম্মত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে না এবং যেনা করে না। আর যে ব্যক্তি এই সকল কাজ করে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং এ শাস্তি লাঞ্ছিত অবস্থায় সে অনন্তকাল ভোগ করতে থাকবে। তবে যে তওবা করে এবং সৎ আমল করে সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়' *(ফুরক্বান ৬৮)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (سورة النور : ٢)

'যেনাকার নারী পুরুষ প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত কর, আল্লাহ্‌র বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে অনুগ্রহ আসা উচিত নয়। যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও' (নূর ২)।

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا الكَبَائِرُ البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامًا وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمِ .

উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা আমার নিকট হতে আল্লাহ্‌র বিধান গ্রহণ কর। কথাটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'বার বললেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, অবিবাহিত নারী-পুরুষকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন করতে হবে। আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে রজম করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮; বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড, হা/৩৪০২)*। 'যেনাকার যেনাকারিণী ক্বিয়ামত পর্যন্ত উলঙ্গ অবস্থায় আগুনে জ্বলতে থাকবে' *(বুখারী, মিশকাত ৪৬২১; বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৪১৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের তিনি পবিত্রও করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে- (১) বৃদ্ধ যেনাকার (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহঙ্কারী দরিদ্র ব্যক্তি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯; বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৮২)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষের দু'চোখের যেনা দেখা। দু'কানের যেনা শুনা। জিহ্বা যেনা কথা বলা। হাতের যেনা স্পর্শ করা। পায়ের যেনা যেনার পথে চলা। অন্তরের যেনা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা করা। লজ্জাস্থান তার সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

১৮. অপবাদ প্রদানকারী ঃ

যে সব পাপ করলে মানুষ ইহকালে অভিশপ্ত হয় এবং পরকালে ভয়াবহ শাস্তি র হক্বদার হয় তার অন্যতম পাপ হচ্ছে অপবাদ দেয়া এরূপ ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণ করা হারাম। সে ফাসিক্ব বলে বিবেচিত হয় এবং সে ৮০ বেত্রাঘাতের সাজাপ্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(سورة النور : ٢٣)

'যারা সতীসাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত। তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি' *(নূর ২৩)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (سورة النور : ٤)

'যারা সতীসাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না। তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত কর। তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করো না, তারাই ফাসিক' *(নূর ৪)*।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ বললেন, সেগুলি কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (১) শিরক করা (২) যাদু করা (৩) অবৈধভাবে মানুষ হত্যা করা (৪) সূদ ভক্ষণ করা (৫) ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭)

নিরীহ সতীসাধ্বী ঈমানদার নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২; বাংলা ১ম খণ্ড, হা/৪৭)*।

যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ দেয় তাহ'লে স্বামীকে চারজন সাক্ষী পেশ করতে হবে। স্বামী সাক্ষী পেশ করতে পারলে স্ত্রীকে রজম করতে হবে। আর স্বামী যদি চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে এবং স্ত্রীর মিথ্যা অপবাদ বলে দাবী করে তাহ'লে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পরস্পর অভিশাপ করার জন্য বলা হবে, যাকে আরবী ভাষায় 'লি'আন' বলা হয়। আর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় কোন সন্তান থাকলে তা হবে মায়ের জন্য।

১৯. লি'আন বাস্তবায়ন করার নিয়ম ঃ

কোন শরী'আত অবগত নেতা বা আলিমের নিকট স্বামী-স্ত্রী উপস্থিত হবে। তিনি প্রথমে স্বামীকে বলবেন, তুমি বল ঃ আমি আল্লাহ্কে সর্বশক্তিমান জেনে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি সত্যবাদী। এভাবে চারবার বলার পর পঞ্চমবার বলবে, যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবে। এ সময় ঐ দায়িত্বশীল স্বামীকে একটু পর কাল উল্লেখ করে বলবেন, দেখ আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে অনেক হালকা। আল্লাহ্র শাস্তি মানুষের দেয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফায়সালা হবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও বলতে হবে এবং শেষবার বলার সময় একটু পর ঐ কথাগুলি বলতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোন সাক্ষী থাকে না। এরূপ ব্যক্তির সাক্ষী এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র কসম কওে বার বার বলবে অবশ্যই আমি সত্যবাদী। পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি স্ত্রী বার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চামবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহ'লে তার নিজের উপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে' *(নূর ৬-৮)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উয়াইমের নামক ছাহাবী এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে লিআন করিয়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩০৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/৩১৬১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

২০. নারীতে নারীতে যেনা (সমকামী) ঃ

যেমনিভাবে পুরুষ পুরুষের সাথে যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য কুকর্মে লিপ্ত হয়, তেমনি মহিলারাও মহিলাদের সাথে যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য একে অপরের সাথে মিলিত হয়। এ নোংরা কর্ম যেনার পর্যায়ভুক্ত। এ জঘন্য কর্ম দেশ ও জাতির ধ্বংস টেনে আনে। তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নারী-পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে বৈধ পন্থা ব্যতীত যৌন ক্ষুধা মিটানোর যে কোন পথ ও পন্থা হারাম। কাজেই যে কাজ করলে যুবতীদের মনে কামভাব তীব্রতর হয় ও পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যৌন ক্ষুধা মিটানোর বাসনা তীব্র হয় এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা পূরণের চেষ্টা করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (سورة النور : ١٩)

'সে সব লোক পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নূর ১৯)*।

২১. পুরুষে পুরুষে যিনা (সমকামী) ঃ

এ জঘ্য কর্ম সাধারণ যেনার চেয়েও অধিক গুরুতর অপরাধ। এই বদ অভ্যাস লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। তিনি তাদের চরম অশ্লীল ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের নির্মম শাস্তি ও চরম নিন্দার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ - إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (سورة الأعراف : ٨٠-٨١)

'আমি লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা চরম অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কেউ কখনো করেনি। তোমরা কামপ্রবৃত্তি পূরণ করার জন্য মেয়েদের কাছে না গিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি' *(আ'রাফ ৮০-৮১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ - وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (سورة الشعراء : ١٦٥-١٦٦)

'পৃথিবীতে কেবলমাত্র তোমরাই পুরুষের সঙ্গে কুকর্ম কর আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে জাতি সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন কর। তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' *(শু'আরা ১৬৫-৬৬)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ - مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (سورة هود : ٨٢-٨٣)

'অবশেষে যখন আমার আদেশ চলে আসল, তখন আমি উক্ত জনপদের উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল' *(হূদ ৮২-৮৩)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عمل قَوْمِ لُوْطٍ

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার উম্মত সম্পর্কে যে সব বিষয়ে সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে পুরুষে পুরুষে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭৭; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৪২১ 'শাস্তি' অধ্যায়)*।

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُولَ بِهِ

ইকরামাহ (রাযিঃ) ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা যাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের অনুরূপ আচরণ করতে দেখ, সে পাপাচারী এবং যার উপর ঐ কুকর্ম করা হয়েছে উভয়কে হত্যা কর' *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৫৭৫)*।

২২. চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে যেনাকারী ঃ

পশুর সাথে যেনা করা একটা চরম অশ্লীলতা ও সীমালঙ্ঘন কাজ। এ ধরনের বর্বর, নোংরা ও জঘন্য কর্ম সমাজের চোখে বড় দৃষ্টিকটু। এ অশ্লীল কর্মের অধিকারী বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শরী'আত সম্মত হালাল পন্থা ছাড়া অন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (سورة المؤمنون : ٧)

'যে কেউ হালাল পন্থা ব্যতীত যে কোন পন্থা অবলম্বন কওে সে সীমালঙ্ঘনকারী' *(মুমিনূন ৭)*।

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ(سورة الأنبياء : ٧٤)

'আমি তাকে উদ্ধার করলাম এমন এক জনপদ হতে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল এক অশ্লীল ও জঘন্য কর্মে। নিঃসন্দেহে তারা ছিল অসৎ সম্প্রদায়, দুষ্কর্মশীল ও সীমালঙ্ঘনকারী' *(আম্বিয়া ৭৪)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে যিনায় লিপ্ত হয় তাকে তোমরা হত্যা কর এবং ঐ চতুষ্পদ প্রাণীকেও হত্যা কর' *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৬৫, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীছের প্রথম অংশ 'মাহরাম মহিলার সাথে যিনা করলে তাকে হত্যা করতে হবে'। এ অংশ যঈফ। *(ইরওয়া হা/২৩৪৮, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৫৫৮)*।

২৩. স্ত্রীদের পিছন দ্বার ব্যবহারকারী ঃ

স্ত্রীদের পিছন দ্বার ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে চরম অশ্লীল কর্ম। কারণ পশ্চাদ্বার হচ্ছে অপবিত্র মল নিষ্কাশনের পথ। উক্ত রাস্তায় যৌন সম্ভোগ করা পুরুষে পুরুষে যিনা করার অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীদের যে স্থান স্বামীদের জন্য রয়েছে তার ব্যতিক্রম করা নিশ্চিত হারাম। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন। কেউ যদি এ পাপ করেই ফেলে তখনই তার তওবাহ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে আগমন কর যে দিক দিয়ে ইচ্ছা' *(বাক্বারাহ ২২৩)*। অত্র আয়াতে 'শস্য ক্ষেত্র' বলে যা অভিহিত হয়েছে

তা নারীর 'জরায়ু'। অতএব স্ত্রীদের পিছন দ্বার যে শস্যক্ষেত্র নয় এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, মুহাজিরগণ মাদীনায় এসে আনছারদের নারীদেরকে বিবাহ করেন। এ সময় মুহাজিরদের অভ্যাস ছিল স্ত্রীদের পিছন দিক হতে সামনের রাস্তায় সহবাস করা কিন্তু আনছারদের অভ্যাস এরূপ ছিল না। মুহাজিরদের এক ব্যক্তি তাদের অভ্যাস অনুপাতে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইলে তাঁর স্ত্রী রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এ পদ্ধতি নাকচ করে। উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, মহিলাটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করলে আমি বিষয়টি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনের একটি রাস্তা ব্যতীত পিছন রাস্তায় সহবাস করতে নিষেধ করেন *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, আদাবুয যিফাফ পৃঃ ১০২)*।

عن ابن عُمَرَ قال جَاءَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا الَّذِيْ أَهْلَكْتَ قَالَ حَوَّلْتُ رَحْلِيْ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَوْحَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذه الأية . . . . يقول أَقْبِلْ وَأَدْبِرْوَاتَّقِ الدُبُرَوَالْحَيْضَةَ .

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা ওমর (রাযিঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? তিনি বললেন, আমি আমার স্ত্রীর সাথে পিছন হতে সামনের রাস্তায় সহবাস করেছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন উত্তর দিলেন না। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ করা হল ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (سورة البقرة : ٢٢٣)

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে আগমন কর যে দিক দিয়ে ইচ্ছা' (বাক্বারাহ ২২৩)। শেষে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'সহবাস কর সামনের দিক থেকে অথবা পিছনের দিক থেকে। কিন্তু পিছন রাস্তায় এবং ঋতু অবস্থায় সহবাস করা থেকে সাবধান থাক' *(নাসাঈ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১০৩)*।

খুযায়মাহ ইবনু ছাবিত (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তার স্ত্রীর পিছন হতে মিলন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হালাল। তারপর লোকটি চলে গেল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি জিজ্ঞেস করেছ? তোমার জিজ্ঞেস যদি হয় পিছন হতে সামনের রাস্তায় তাহলে তা জায়িয? আর যদি তা পিছন রাস্তায় হয় তাহলে তা নাজায়িয। নিশ্চয়ই আল্লাহ হক্ব বর্ণনা করতে লজ্জা করেন না। তোমরা স্ত্রীদের পিছন রাস্তায় সহবাস করো না। *(দারেমী, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১০৪)*।

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা ঐ লোকের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন না যে তার স্ত্রীর পিছন রাস্তায় সহবাস করে’ *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১০৫)*।

عن عقبة عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَلْعُوْنٌ مَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ يعني أَدْبَارَهُنَّ.

ওক্ববাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছন রাস্তায় সহবাস করে সে অভিশপ্ত’ *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ ১০৫ পৃঃ)*।

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أَتَى حَائِضاً أَوِامْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর পিছন রাস্তায় সহবাস করে অথবা গণকের কথা বিশ্বাস করে সে কুরআনকে অস্বীকার করে’ *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ- হাদীছ ছহীহ, আদাবুয যিফাফ পৃঃ ১০৫)*।

২৪. মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাসকারী ঃ

মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। তাকে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে এবং তওবাহ করতে হবে। এছাড়াও এক দিনার অথবা আধা দিনার কাফফারা দিতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(سورة البقرة : ٢٢٢)

‘তারা স্ত্রীদের মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, তা অপবিত্র। অতএব হায়িয অবস্থায় তোমরা তোমাদের স্ত্রী হতে ভিন্ন হয়ে থাক এবং ভালভাবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করো না। যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২২২)*।

ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে সে এক দিনার অথবা আধা দিনার সাদক্বাহ করবে’ *(আবূদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ- আদাবুয যিফাফ ১২২)*।

২৫. হায়িয অবস্থায় করণীয় ঃ

عَنْ أَنَسٍ بن مالك قَالَ قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা (মাসিক অবস্থায়) মিলন ব্যতীত সবকিছুই কর’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৫০০ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়)*।

قالت عائشة كان يَأْمُرُنِيْ فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ–

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে মাসিক অবস্থায় লজ্জাস্থানে কাপড় বাঁধতে বলতেন, তারপর তিনি কাপড় বিহীন আমার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমাদের কেউ ঋতুবতী হ'লে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে লজ্জাস্থানে কাপড় ব্যবহার করতে বলতেন। তারপর তার স্বামী তার ঋতুবতী স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকবে। আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, তার স্বামী তার শরীরের সাথে শরীর লাগাবে *(আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ আদাবুয যিফাফ পৃঃ ১২৪)*।

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا القى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْباً ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ .

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঋতু অবস্থায় কিছু করার ইচ্ছা করলে লজ্জাস্থানের উপর কাপড় রেখে দিতেন। তারপর যা ইচ্ছা তা করতেন। *(আবূ দাঊদ, আদাবুয যোফাফ ১২৫)*

২৬. হস্তমৈথুনকারী ঃ

হস্তমৈথুন আল্লাহ্‌র আইনের দৃষ্টিতে কঠিন পাপের কাজ। তাছাড়া এর ফলে মনুষ্যত্ব চরমভাবে বিনষ্ট হয়। জীবনীশক্তি ও যৌন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ ধরনের কাজে মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিতান্ত পশুতে পরিণত হয়। হস্তমৈথুন দৈহিক, নৈতিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষতিকর এবং নানা রোগের ধারক ও বাহক। যেমন- ধ্বজভঙ্গ, গনোরিয়া, সিফিলিস, অপুষ্টি, হরমোনের অভাব, রক্তশূন্যতা, বুক ধড়ফড় করা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি। অত্যধিক মৈথুনের ফলে পুরুষের চেয়ে নারীদের ক্ষতি কম নয়। যুবতীদের অতিরিক্ত মৈথুনের কারণে শ্বেতস্রাব অধিক হতে থাকে। অকালে যৌবন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। জরায়ু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জ্বালা-পোড়ার সৃষ্টি হয়। লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়। বার্ধক্যের ছাপ পড়ে যায়। সন্তান জন্মধারণ ক্ষমতা কমে যায়। স্তনযুগল শ্লথ হয়ে যায় এবং অল্প দিনেই ঝুলে পড়ে। কোন নারী-পুরুষ এ ধরনের লজ্জাহীন কাজে অভ্যস্ত হলে পরকালে তার হাত তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(٦٥) (سورة يس : ٦٥)

আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা তাদের কর্মের সাক্ষ্য দিবে। *(ইয়াসীন ঃ ৬৫)*

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

সাহল ইবনু সা'দ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের যামিন হবে আমি তার জান্নাতের যামিন হব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের লজ্জাস্থান মানুষের জন্য বিপদজনক। যাকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত যরূরী।

عن عَبْدِ اللَّه مسعود قال قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুবকদের লক্ষ্য করে বললেন, 'হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের (আর্থিক ও দৈহিক) যোগ্যতা রাখে, তাদের বিবাহ করা উচিত। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যে বিবাহের যোগ্যতা রাখে না তার জন্য উচিত কামভাব দমনের জন্য ছিয়াম পালন করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৯৪৬ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র বিবাহ ও ছিয়াম পালনের মাধ্যমে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করতে হবে বিকল্প কোন পথ অবলম্বন করা হারাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'দু'চোখের যিনা কুদৃষ্টিতে দেখা, দু'কানের যেনা কামসূচক কথাবার্তা শোনা, জিহ্বার যিনা এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা, হাতের যেনা হাত দিয়ে ধরা, পায়ের যেনা এজন্য হেঁটে যাওয়া আর অন্তরের যেনা এ বিষয়ে কামনা-বাসনা পোষণ করা। লজ্জাস্থান এ কাজ সম্পন্ন করে অথবা বিরত থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ বিভিন্নভাবে যেনা করে থাকে। হাত যিনার একটি বড় মাধ্যম। নিজে হস্তমৈথুন করে দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে, অবৈধভাবে যৌনক্রিয়া দমন করে। এ যাবৎ যিনা সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হ'ল এসব যিনা ঐ সময়ে পাওয়া যায় যখন মানুষের মধ্যে লজ্জা হ্রাস পায়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'লজ্জা একমাত্র কল্যাণই নিয়ে আসে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, লজ্জার সবটুকুই কল্যাণকর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭১; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৫০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ পূর্ব নবীদের যে কথাটি পেয়েছে তা হচ্ছে- যখন তুমি লজ্জা করবে না তখন যে কোন (অশ্লীল কাজ) করতে পারবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২)*।

২৭. সূদ গ্রহণ ও প্রদানকারী ঃ

সূদ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই গর্হিত অপরাধ। যে সব পাপের শাস্তিও কথা আল্লাহ তা'আলা কঠোর ও কঠিনভাবে উল্লেখ করেছেন, সূদের পাপের শাস্তি তার অন্যতম। সূদ মানুষকে অবৈধ অর্থ বৃদ্ধি করার উগ্রবাসনা জাগায় মানুষের সম্পদকে সংকুচিত করে মানুষের মূল সম্পদ ও বৃদ্ধি সম্পদ উভয়কে ধ্বংস করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ(سورة البقرة : ٢٧٦)

'আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সূদ মানুষের অর্থকে ধ্বংস করে এবং দান মানুষের অর্থকে বৃদ্ধি করে। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(سورة آل عمران : ١٣٠)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার' *(আলে ইমরান ১৩০)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ(سورة البقرة : ٢٧٨)

'হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে সূদের মাধ্যমে যা বকেয়া রয়েছে তা বর্জন কর' *(বাক্বারাহ ২৭৮)*।

عَنْ جابرقَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী ও সূদের দু'সাক্ষীর প্রতি অভিশাপ করেছেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অভিশাপে তারা সবাই সমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله عليه وسلم دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَيَعْلَمُ أَشَدُّ مِن سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زِيْنَةً.

আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সূদ গ্রহণ করলে ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে কঠিন হবে' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮২৫; বাংলা হা/২৭০১)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সূদের পাপের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হচ্ছে মাতাকে বিবাহ করা' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৬, হাদীছ ছহীহ)*।

عن ابن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلم إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قَلٍّ.

ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সূদ এমন বস্তু যার পরিণাম হচ্ছে সংকুচিত হওয়া যদিও তা বৃদ্ধি মনে হয়’ *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭)*।

২৮. ঘুষ গ্রহণ ও ঘুষ প্রদানকারী ঃ

সূদের মত ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান একটি কাবীরা গোনাহ যার পরিণাম জাহান্নাম। সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারীদেরকে কিংবা কোন দায়িত্বশীলকে প্রভাবিত করে প্রকৃত হক্বদারগণকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করে ঐ সম্পদে অংশগ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(سورة البقرة : ١٨٨)

‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বিচারকদের নিকট পেশ করো না’ *(বাক্বারাহ ১৮৮)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সরকারী কর্মচারীগণকে ঘুষ প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

عن أبي هريرة قال لَعَنَ رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم الرَاشِـيَ وَالْمُرْتَشِي.

আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারীর উপর অভিশাপ করেছেন *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৩৭৫৩; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫৮১ ‘নেতৃত্ব’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

আবূ উমামাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল এবং সেই সুপারিশের প্রতিদান স্বরূপ তাকে কিছু উপহার দিল। যদি সে তা গ্রহণ করে তাহ’লে সে সূদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হ’ল’ *(আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত, হা/৩৭৫৭)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.

বুরায়দাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি সে যদি ভাতা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহ’লে তা হবে খিয়ানাত’ *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

عن خولة الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللهِ بِغَيْرِحَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

খাওয়ালাহ আনছারী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই কিছু লোক আল্লাহ্‌র সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৪৬)*।

২৯. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী ঃ

যে সব পাপে মানুষের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অন্যতম পাপ হচ্ছে ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা জাহান্নামের আগুন দ্বারা পেট পূর্ণ করবে। তারা পরকালে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا(سورة النساء : ١٠)

‘নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে এবং অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে’ *(নিসা ১০)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (سورة الأنعام : ١٥٢)

‘তোমরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পন্থায় যেতে পার বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত’ *(আন‘আম ১৫২)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখ, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি বিবেচনা আঁচ করতে পার তাহ’লে তাদের সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ করতে পার। আর তারা বয়োঃপ্রাপ্ত হবে বলে ইয়াতীমের মাল তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত

পরিমাণ খেতে পারে। আর যখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখ। অবশ্য আল্লাহ্ই হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট' *(নিসা ৬)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বেঁচে থাক। বলা হ'ল, সেগুলি কি হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (১) আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা (২) যাদু করা (৩) মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা (৪) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৫) সূদ গ্রহণ করা (৬) যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়া ও (৭) মুমিন সতীসাধ্বী মহিলাদের উপর যিনার অপবাদ দেয়া।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজের ঘটনায় বলেন, 'আমাকে কিছু লোকের নিকট নিয়ে যাওয়া হ'ল যাদের উপর ফেরেশতাদেরকে ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁরা তাদের মুখ খুলে ধরে জাহান্নামের গরম পাথর মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যা তাদের মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে পিছনের রাস্ত া দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিবরীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, এরা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণকারী তারা তাদের পেটের ভিতর আগুন ভরতে ব্যস্ত রয়েছে' *(মুসলিম, আল-কাবায়ির ১০৮ পৃঃ)*।

৩০. ইয়াতীম পালনকারীদের নেকী ঃ

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি আর ইয়াতীম পালনকারী নিজের ইয়াতীম হোক অথবা অন্যের ইয়াতীম হোক- জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তরজনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করে দেখালেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৭৩৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

৩১. যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়নকারী ঃ

যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা কাবীরাহ গুনাহ। চূড়ান্ত ঈমানের প্রমাণ হয় যুদ্ধের মাঠে। এটি একটি ভয়াবহ স্থান। যেখানে টিকে থাকার ফল জান্নাত আর পালিয়ে যাওয়ার ফল জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ(سورة الأنفال : ١٦)

'যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নেয়া ব্যতীত যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ্র গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট আবাসস্থল' *(আনফাল ১৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বেঁচে থাক। বলা হল, সেগুলি কি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা (২) যাদু করা (৩) এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত যাকে হত্যা করা আল্লাহ নিষেধ করেছেন (৪) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৫) সূদ গ্রহণ করা (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়া ও (৭) মুমিন সতীসাধ্বী বেখবর মহিলাদের উপর অপবাদ দেয়া। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২)*

৩২. জনগণের খিয়ানতকারী এবং অত্যাচারী শাসক ঃ

যে কোন স্থানে যে কোন ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা যেমন কঠিন তেমনি পূর্ণভাবে দায়িত্ব পরিচালনা না করলে তার পরিণামও খুব কঠিন। শাসক বা যে কোন দায়িত্বশীল পরিচালনায় খিয়ানত করলে এবং অধীনস্ত লোকের প্রতি অত্যাচার করলে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة الشورى : ٤٢)

'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২)*।

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৯৬ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কেউ কারো প্রতি যদি সম্মানের ব্যাপারে বা কোন কিছুর ব্যাপারে অত্যাচার করে থাকে তাহলে আজকেই সে যেন তা সমাধা করে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন তার নিকট কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। ঐ দিন সৎ আমল থাকলে অন্যায় পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎ আমল না থাকলে তার পাপগুলি নিয়ে অপরাধীর উপর চাপিয়ে দেয়া হবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা বললেন, ‘তোমরা জান সবচেয়ে গরীব মানুষ কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে গরীব হ’ল যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার উম্মতের সবচেয়ে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে আসবে। আর অভিযোগকারী আসবে এ মর্মে যে, এই ব্যক্তি এই গালি দিয়েছে, এই অপবাদ দিয়েছে, এই মাল ভক্ষণ করেছে, এই রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে ও এই ব্যক্তিকে মেরেছে। সেইদিন তার কোন অর্থ-সম্পদ না াকায় অভিযোগ পেশকারীদেরকে তার নেকী থেকে প্রদান করা হবে। পরিশোধ হওয়ার পূর্বে তার নেকী শেষ হ’লে, তাদের পাপ নিয়ে এই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৯০০)*।

عَن عَبْدِ اللهِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه.

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘মনে রেখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫১৬ ‘বিচার ও মীমাংসা’ অধ্যায়)*।

عَنْ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقَلٌ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

মা‘কিল ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘কোন ব্যক্তি মুসলমানের দায়িত্ব গ্রহণের পর খিয়ানত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬)*।

عَنْ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

মা‘কিল ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘যার প্রতি আল্লাহ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, অতঃপর সে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে না, সে জান্নাতের গন্ধ পাবে না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৭)*।

عَن عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অধীনস্ত জনগণের প্রতি অত্যাচার করে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৮)*।

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! কোন ব্যক্তি যদি আমার উম্মতের সামান্য কাজের দায়িত্বশীল হয় তারপর সে অধীনস্ত লোকের প্রতি কঠোরতা করে তুমি তার উপর কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামান্য কাজের দায়িত্বশীল হয় তাদের উপর নরম হয় তুমি তার উপর নরম হও’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৯; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫২০)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। (১) বয়স্ক যেনাকার (২) মিথ্যুক শাসক ও (৩) অহঙ্কারী দরিদ্র' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৮২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

৩৩. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা দায়িত্বশীলের মর্যাদা ঃ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র বিশেষ ছায়ার নিচে থাকবেন, যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তার এক শ্রেণীর লোক ন্যায়পরায়ণ শাসক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৬৪৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبن العاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا .

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ন্যায়পরায়ণ শাসক বা দায়িত্বশীল (ক্বিয়ামতের দিন) নূরের মিম্বরের উপর থাকবে অর্থাৎ তাদের মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু হবে। যারা তাদের বিচারে, পরিবারে ও তাদের রাজত্ব পরিচালনায় ইনসাফ করেছেন' *(মুসলিম ১২১ পৃঃ)*।

৩৪. অহঙ্কারী ঃ

অধঃপতনের একটি বড় কারণ হচ্ছে মানুষের অহঙ্কার। অহঙ্কার যেমন মানুষকে সমাজে লাঞ্ছিত করে পরকালেও তেমন জাহান্নামবাসী করে। ইবলীস তার জ্বাজল্য প্রমাণ। ইবলীস একমাত্র অহঙ্কারের কারণে ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ(سورة غافر : ٢٧)

মূসা বললেন, 'যারা বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহঙ্কারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আশ্রয় চেয়ে নিয়েছি' (মুমিন ২৭)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (سورة النحل : ٢٣)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না' *(নাহ্‌ল ২৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(سورة لقمان : ١٨)

'অহঙ্কার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বিচরণ করো না, কারণ আল্লাহ কোন অহঙ্কারীকে পসন্দ করেন না' *(লুক্বমান ১৮)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً(سورة الإسراء : ٣٧)

'তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চল না। নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না' *(ইসরা ৩৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة : ٣٤)

'আমি ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করেছিল, সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল, ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ৩৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'একদা এক ব্যক্তি দু'টি চাদর পরে অহঙ্কার করে বিচরণ করছিল এবং এটা তার নিকট পসন্দনীয় ছিল। তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। ক্বিয়ামাত

পর্যন্ত সে মাটির মধ্যে ঢুকতে থাকবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭১১; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৫০৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ,وفي رواية مسلم كل جواظ زنية كتكبر.

হারিছাহ ইবনু ওয়াহ্হাব (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'জান্নাতের অধিবাসী কে আমি তোমাদের বলি শোন। প্রত্যেক দুর্বল অসহায় ব্যক্তি, যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কসম করেন, তাহ'লে আল্লাহ তাকে কসম থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দান করেন। আর জাহান্নামের অধিবাসী হ'ল প্রত্যেক রূঢ় স্বভাবের অহঙ্কারী আত্মম্ভরী ব্যক্তি'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'প্রত্যেক রূঢ় স্বভাবে মিথ্যা দাবীদার দাম্ভিক ব্যক্তি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮৭৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ-

ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। (১) বয়সপ্রাপ্ত যেনাকার (২) মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র (মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৯)।

عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ إِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِداً مِنْهَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অহংকার আমার চাদর আর আত্মম্ভরী আমার লুঙ্গী। এই দু'টির কোন একটি কেউ গ্রহণ করলে আমি তাকে জাহান্নামে দেব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১১০)*।

৩৫. মিথ্যা সাক্ষী প্রদানকারী ঃ

সমাজে অন্যায়, অবিচার, অরাজকতা, লুটতরাজ বৃদ্ধি পাওয়ার একটি বড় মাধ্যম মিথ্যা সাক্ষী। একমাত্র মিথ্যা সাক্ষীর কারণে অনেক সময় অসহায় নিরীহ ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মিথ্যা সাক্ষীর কারণে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (سورة الفرقان : ٧٢)

'যারা মু'মিন তারা মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করে না' *(ফুরক্বান ৭২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(سورة الحج : ٣٠)

'তোমরা মিথ্যা বাণী থেকে বেঁচে থাক' *(হজ্জ ৩০)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (سورة غافر : ٢٨)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না' *(মু'মিন ২৮)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

'কোন ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ দখল করলে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৫৯; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫৮৬ 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ

امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.

আবূ উমামাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানের সম্পদ দখল করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য করে দিবেন। জান্নাত তার উপর হারাম করে দিবেন। একজন ছাহাবী বললেন, আল্লাহ্র রাসূল এরূপ ঘটনা যদি সামান্য বস্তুর ব্যাপারে হয়? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আরাক' গাছের একটি ডালের ব্যপারে হ'লেও তার স্থান হবে জাহান্নাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)*।

উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে আস। আর তোমাদের অনেকেই অনেকের চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারে। আমি তার কথা শুনে ফায়সালা প্রদান করে থাকি। আমি যদি কারো কথার ভিত্তিতে না হক্ব ফায়সালা করি তাহ'লে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করলাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬১)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিথ্যা দাবী ও মিথ্যা সাক্ষীর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (মিথ্যা কসমের মাধ্যমে) এমন জিনিসের দাবী করে যা তার নয়। সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন তার স্থান জাহান্নাম করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬৫; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫৯২)*।

৩৬. মদপানকারী ঃ

মদ এমন একটি বস্তু যা বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর বিবেক আচ্ছন্ন হ'লে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এজন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মদ হচ্ছে সকল অশ্লীল কর্মের মূল। উল্লেখ্য যে, মদ কোন নির্ধারিত বস্তুর নাম নয়। যে সব বস্তু বেশী পরিমাণ খেলে বিবেকের ক্ষতি হয় তার অল্প বস্তুও মদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ(سورة المائدة : ٩٠-٩١)

'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কর্ম। অতএব তোমরা এগুলি থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তোমাদের মাঝে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে চায় এবং আল্লাহ্র যিক্র ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায়। তাহ'লে কি তোমরা বিরত থাকবে? *(মায়িদাহ ৯০-৯১)*

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি অশ্লীল কর্ম হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। (১) নেশাদার দ্রব্য যা পাপের মূল। (২) জুয়া যা মানুষকে সামাজিক ও আর্থিকভাবে অপদস্ত করে। (৩) পীর, দরবেশ, ওয়ালী ও মূর্তির আস্তানা যা শির্ক। (৪) শরসমূহ বা ফালবাজি, ভাগ্যবাজি শির্ক।

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ قال الله تعالى وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ.

ওছমান (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাক। কেননা নেশাদার দ্রব্য হচ্ছে অশ্লীল কর্মের মূল। যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকে না তারা আল্লাহ এবং তার রসূলের নাফারমানী করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফারমানী করার কারণে সে শাস্তির হক্বদার হয়'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফারমানী করে এবং তার সীমালজ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে এমন আগুনে প্রবেশ করাবেন যেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ১৪; নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সব নেশাদার দ্রব্য মদ আর সব ধরনের মদ হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করে তাওবা বিহীন অবস্থায় মারা যাবে সে পরকালে সুস্বাদু

পানীয় পান করতে পাবে না' *(মুসলিম ২/১৬৭ পৃষ্ঠা 'মদ্যপান' অধ্যায়, 'সকল নেশাদার দ্রব্য হারাম' অনুচ্ছেদে, মিশকাত হা/৩৬৩৮; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৭২ 'হুদূদ' অধ্যায়)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللهُ فِيْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে- নেশাদার দ্রব্য পানকারীদের আল্লাহ "ত্বিনাতে খাবাল" পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'ত্বিনাতে খাবাল' কি জিনিস? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্তপুজ মিশ্রিত অত্যন্ত গরম তরল পদার্থ' *(মুসলিম ২/১৬৭ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করা মূর্তিপূজার ন্যায় অপরাধ' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৫, হাদীছ ছহীহ)*।

আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পানকারী জান্নাতে যাবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৬, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ قَمَّارٌ وَلاَمَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, সর্বদা জুয়া ও লটারিতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটা দানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না *(দারেমী, মিশকাত হা/৩৬৫৩; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৮৬ 'শাস্তি' অধ্যায়)*।

عن ابن عمر ان رسول الله صلى ا لله عليه وسلم قال ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ اَلْجَنَّةُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّفِي أَهْلِهِ الْخَنَثَ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন।

(১) সর্বদা মদপানকারী, (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ও (৩) পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দানকারী' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬৫৫)*।

عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثَلاَثَةٌ لاَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحْمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ.

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। (১) সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পানকারী। (২) আত্মীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী। (৩) যাদুকে বিশ্বাসকারী' *(আহমাদ, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/৩৬৫৬)*।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহ'লে জাহান্নামে যাবে। যদি তওবাহ করে তাহলে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। আবার নেশাদার দ্রব্য পান করলে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহ'লে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তওবাহ করে তবে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। আবার যদি নেশাদার দ্রব্য পান করে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। তওবাহ করলে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। লোকটি যদি চতুর্থবার মদ পান করে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন 'রাদাগাতুল খাবাল' পান করাবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'রাদাগাতে খাবাল' কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আগুনের তাপে জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্তপূজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/ ২৭৩৮, হাদীছ ছহীহ)*।

মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিশাপ করেছেন। (১) যে লোক মদের নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) মদপানকারী (৪) যে পান করায় (৫) আমদানীকারক (৬) যার জন্য আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৬; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/ ২৬৫৬)*।

৩৭. নেশাদার দ্রব্যপানে পার্থিব শাস্তি ঃ

عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالجَرَبِ اَرْبَعِيْنَ.

আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেশাদার দ্রব্যপানকারীকে জুতা ও বেতের মাধ্যমে ৪০ বার মারতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১৫; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৫১ 'শাস্তি' অধ্যায়)*।

ওমর (রাযিঃ)-এর যুগে নেশাদার দ্রব্যপানকারীদের সংখ্যা বেশী হ'লে তিনি ৮০ বেত্রাঘাত করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬১৬)*।

৩৮. জুয়ায় অংশগ্রহণকারী ঃ

কোন নির্ধারিত খেলার নাম জুয়া নয়। যে সব খেলায় আর্থিক লাভ-লোকসানের ব্যবস্থা রয়েছে সেটাই জুয়া, যাকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। জুয়া খেলা হারাম হওয়ার পিছনে মানবিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে যেমন (১) আল্লাহ তা'আলা অর্থোপার্জনের যে সব পথ ও পন্থা উল্লেখ করেছেন জুয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয় (২) একজন অন্যজনের সম্পদ গ্রহণের দু'টি পথ। স্বেচ্ছায় প্রদান করা অথবা বিনিময়ে প্রদান করা। জুয়া তার অন্তর্ভুক্ত নয়। (৩) জুয়া জয়ী-পরাজয়ীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যা শরী'আতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে (৪) উভয়কে নেশাগ্রস্ত করে দেয় কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না। (৫) মানুষের বিপদ ডেকে আনে প্রভৃতি। কাজেই জুয়া যেমন অর্থোপার্জনের জন্য খেলা হারাম তেমনি বিনোদনের জন্যও খেলা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة : ٩٠)

'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, আস্তানাসমূহ ও ভাগ্যবাজী এ সকল শয়তানী নিকৃষ্ট কাজ। তোমরা এগুলি থেকে দূরে থাক। অবশ্যই তোমরা কৃতকার্য হবে' *(মায়িদাহ ৯০)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও ভাগ্যবাজি কর্মকে শয়তানের কর্ম বলে হারাম ঘোষণা করেছেন। ভাগ্যবাজি

(১) কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল হুবল। সেই হুবল মূর্তির পাশে তিনটি তীর ছিল। প্রথমটিতে লেখা ছিল افعل করো। দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল

لا تفعل করো না। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লেখা ছিল না। তাদের কোন কাজে দ্বিধা- সংকোচ হলে তারা এ তীর গ্রহণ করত। নির্দেশসূচক তীরটি উঠলে তারা সে কাজ করত আর নিষেধসূচক তীর না উঠলে সে কাজ করত না ।

(২) জাহিলী যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য সাতটি তীর ছিল। তার একটিতে লেখা ছিল نعم হাঁ, একটিতে লেখা ছিল لا না এবং অন্যান্যগুলিতে ভিন্ন শব্দ লেখা ছিল। তীরগুলি কাবা গৃহের খাদিমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে কি-না জানতে চাইলে সেখান থেকে তীর বের করত। হাঁ শব্দবিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি ভাল। পক্ষান্তরে 'না' শব্দবিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না।

(৩) ভাগ্য নির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা হ'ল, । দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট যবাই করত অতঃপর এর গোশত দশভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। তাদের নিকট দশটি শর ছিল। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটির শর অংশবিহীন থাকত। এ শরগুলিকে তুনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচড়া করে নিয়ে একেক অংশীদারের জন্য একটি শর বের করা হত। যত অংশ বিশিষ্ট শর যার নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে রহিত হত। বর্তমানে আমাদের দেশে হাটে-বাজারে গ্রামে-গঞ্জে যে লটারী দেখা যাচ্ছে এটাই তার বাস্ত ব রূপ। যাকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের নিকৃষ্ট কাজ বলে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (سورة البقرة : ١٨٨)

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না' *(বাক্বারাহ ১৮৮)*।

عَنْ خَوْلَةَ الاَنْصَارِيَّةِ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ رِجَالاً فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

খাওলাহ আনছারী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কিছু মানুষ অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র সম্পদকে দখল করতে চায়। অথচ ক্বিয়ামাতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম রয়েছে' *(বুখারী ১/৪৩৯ পৃঃ)*।

عن ابي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالِى اُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যদি কেউ কাউকে বলে আসেন জুয়া খেলি; তাহলে তাকে কাফফারা দিতে হবে' *(বুখারী ২/৯০২; বাংলা-৭ম খণ্ড, হা ৩২৬৩। মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৯)*।

عن سليمان بن بريدة عنابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ الخِنْزِيْرِ وَدَمِهِ –

সোলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রাযিঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শর নিক্ষেপ করে খেলা করে, সে যেন তার হাত শূকরের গোশত ও তার রক্তে রঞ্জিত করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০০; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা ৪৩০১ 'পোশাক' অধ্যায়)*।

عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.

আবূ মূসা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শর নিক্ষেপ করে জুয়া খেলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফারমানী করে' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫০৫)*।

জুয়া এমন একটি খেলা যাতে আল্লাহ এবং রাসূলের নাফারমানী হয়। আর এই নাফারমানীর ফল হচ্ছে জাহান্নাম' *(নিসা ১৪)*।

মনে রাখা যরূরী যে, শর, পাশা, দাবা ও চওসর ও গুটি এমনকি কাঠের গুটি হলেও তা হারাম। একদা আলী (রাযিঃ) গুটি খেলা দেখে বলেছিলেন, এগুলি কেমন মূর্তি যার প্রতি তোমরা ঝুকে পড়েছ' *(আম্বিয়া ৫২; কিতাবুল কাবায়ির)*।

৩৯. চোর ঃ

দু'টি অপরাধের কারণে মানুষ সবচেয়ে বেশি অপমান হয় তার একটি হচ্ছে চুরি। এর শাস্তি হচ্ছে হাত কেটে নেয়া। চোর ও যেনাকার সামাজিকভাবে যত অপমান হয় অন্য বড় অপরাধী তত অপমান হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة المائدة : ٣٨)

'যে পুরুষ এবং নারী চুরি করে তোমরা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের (ডান) হাত কেটে ফেল। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি। আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(মায়িদাহ ৩৮)*।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ–

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যেনাকার যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না, মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মুমিন থাকে না। ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে মানুষ তার দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে তখন সে মুমিন থাকে না। আত্মসাৎকারী যখন আত্মসাৎ করে তখন সে মুমিন থাকে না। তোমরা এসব অপকর্ম হতে সাবধান থাক, তোমরা এসব অপকর্ম হতে সাবধান থাক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত/৫৩)*।

আয়েশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, যখন মাখযূম গোত্রের জনৈক মহিলার চুরির অপরাধে হাত কাটার হুকুম দেয়া হয়, তখন মাখযূম গোত্রের লোকেরা পরামর্শক্রমে উসামা ইবনু যায়েদের মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ উসামা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খুব নিকটতম বন্ধু মানুষ। তখন উসামা ইবনু যায়েদ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সুপারিশের জন্য আসেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেন, 'হে উসামা! তোমাকে যেন আল্লাহ্র হুদূদে সুপারিশ করতে দেখি না। অতঃপর বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই যে, যখন তাদের কোন সম্ভ্রান্ত লোকে চুরি করত, তখন তার হাত কাটা হত না। আর যখন কোন দুর্বল লোকে চুরি করত তখন তার হাত কাটা হত। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম। অতঃপর মাখযূম গোত্রের মহিলার হাত কাটা হল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১০; বাংলা-৭ম খণ্ড, হা/৩৪৪৮)*।

উল্লেখ্য এক চতুর্থাংশ স্বর্ণ মুদ্রা সমমূল্য সম্পদ বা তার চেয়ে বেশি চুরি করলে হাত কেটে নেয়া হবে।

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘চোরের হাত কাটা হবে না তবে এক চতুর্থাংশ স্বর্ণমুদ্রা বা তার চেয়ে বেশি হলে হাত কেটে নেয়া হবে’ *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৩৫৯০; বাংলা-৭ম খণ্ড, হা/৩৪৩২ ‘শাস্তি’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মিজান নামক ঢাল চুরি করলে তিনি চোরের হাত কেটেছেন যার মূল্য তিনটি রৌপ্যমুদ্রা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৯১)*। প্রকাশ থাকে যে, ঐ সময় দিনার ছিল বারো দিরহামের। সুতরাং এক চতুর্থাংশ দীনার তিন দিরহাম হয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ ثَمَنِ المِجَنِّ قِيْلَ لِعَائِشَةَ وَمَا ثَمَنُ المِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِيْنَارٍ

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মিযান নামক ঢালের কম মূল্যে হাত কাটা হবে না। আয়েশা (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মিযান নামক ঢালের মূল্য কত? তিনি বললেন, এক দিনারের চতুর্থাংশ *(মুসলিম ২/৬৩০ পৃঃ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعُوْا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ وَلاَ تَقْطَعُوْا فِيْمَا دُوْنَ ذَلِكَ كَانَ رُبْعُ الدِيْنَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ وَالدِيْنَارُ اثْنَى عَشَرَ دِرَاهِمًا

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘এক চতুর্থাংশ দিনার সমমূল্য চুরি করলে তোমরা চোরের হাত কাটো। তার চেয়ে কম হলে হাত কেটো না। ঐ সময় একদিনার সমান বারো দিরহাম আর চতুর্থাংশ দিনার সমান তিন দিরহাম ছিল’ *(মুসলিম ২/৬৩ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, ১০ দিরহামের শর্ত করার প্রমাণে হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবূদাঊদ হা/৪৩৮৭)*।

৪০. ডাকাত

ডাকাতি বড় পাপ এবং চূড়ান্ত সীমালঙ্ঘন। যারা চুরি করে, ডাকাতি করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে, অন্যের প্রতি তরবারী উত্তোলন করে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যে সব কারণে পৃথিবীতেই কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে ডাকাতি তার অন্যতম। আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনে মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেছেন- (১) ডাকাতির শাস্তি ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা (২) চুরির শাস্তি ডান হাত গিট থেকে কর্তন করা (৩) যেনার শাস্তি কোন অবস্থায় একশ’ বেত্রাঘাত এবং কোন অবস্থায় পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা, এবং যেনার অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। (৪) মদ্যপানের শাস্তি ছাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে এ চারটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধিন। ডাকাত ইহকাল-পরকাল উভয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(سورة المائدة : ٣٣)

যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের কে হত্যা করা হবে অথবা শুলিতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে। অথবা দেশ থেকে নির্বাসন করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি *(মায়িদা ৩৩)*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় ডাকাতির একটি বাস্তব ঘটনা হচ্ছে- আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ওরায়না বা উকাল গোত্রের কিছু লোক রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হলে তাদের পেট মোটা হয়ে যায়। তারা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এই অভিযোগ পেশ করলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বলেন, তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের কাছে চলে যাও, সেখানে উটের পেশাব ও দুধ পান কর। তারা বলল, হ্যাঁ আমরা যেতে চাই। তাই তারা বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেল। তখন তারা রাখালকে হত্যা করে উটগুলি নিয়ে চলে গেল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সংবাদ

জানতে পারলে ছাহাবীগণকে তাদের পশ্চাদ্ধাবণ করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাদেরকে ধরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেওয়া হয়। অতঃপর রৌদ্রে ফেলে রাখা হয়। ফলে তারা ধড়ফড় করে মারা যায়। মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, এমতাবস্থায় তারা পানি চেয়েছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। তারা চুরিও করেছিল হত্যাও করেছিল, ইমান আনার পর কুফুরীও করেছিল, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা রাখালের চোখে গরম শলাকাও ভরে দিয়েছিল *(বুখারী ১/৩৭ পৃঃ)*।

৪১. হারাম ভক্ষণকারী ঃ

মানুষের জীবনে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হচ্ছে হালাল রুযী ভক্ষণ করা। কারণ মানুষের জান্নাত নির্ভর করে হালাল রুযীর উপর। রুযী হারাম হলে কোন ইবাদত কবুল হবে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة : ١٨٨)

‘তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসক কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিওনা’ *(বাকারাহ ১৮৮)*।

عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

খাওলা আনছারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ দখল করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৫; বাংলা-৮ম খণ্ড, হা/৩৮১৯ ‘জিহাদ’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ

يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসূলগণকে যা আদেশ করেছেন মুমিনদেরও তাই আদেশ করেছেন। তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকের আলোচনা করলেন, যে ব্যক্তি সফরে থাকায় ধুলায় মলিন হয়। আকাশের দিকে দু‘ হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করছে, হে আমার প্রতিপালক, হে আমার প্রতিপালক। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কিভাবে তার দোআ কবুল হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ/২৬৪০, ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে খাদ্য পানি পোষক হারাম থাকলে ইবাদত কবুল হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে মানুষ হালাল-হারাম উপার্জনে বিবেচনা করবে না’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৭৬১)*।

عَنْ كَعَب بن عجرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الجنة جَسَدٌ غُذِيَ بِالحَرَامِ

কা‘ব ইবনু উজরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা শরীর জান্নাতে যাবে না’ *(মিশকাত/২৭৮৭ ; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ/২৬৬৭)*।

عَنْ النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

নুমান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হালালও স্পষ্ট হারামও স্পষ্ট। উভয়ের মধ্যে কিছু অস্পষ্ট রয়েছে যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও তার মর্যাদাকে পূর্ণ করে নিবে। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্ট গ্রহণ করবে সে হারামকে গ্রহণ করবে। যেমন একটি রাখাল ক্ষেতের সীমানায় ছাগল চরালে শস্য খেতে যেতে পারে। মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশার একটি সীমা রয়েছে আর আল্লাহ্‌র সীমানা হচ্ছে তার হারাম। নিশ্চয়ই শরীরে একটি টুকরা আছে টুকরাটি ঠিক থাকলে সম্পূর্ণ শরীর ঠিক থাকবে টুকরাটি নষ্ট হয়ে গেলে সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে দেল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

আবূ মাসঊদ আনছারী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'কুকুরের মূল্য, যিনাকারীনীর উপার্জন, ও গণকের উপার্জন খেতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৪, বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ/২৬৪৪)*।

৪২. হারাম ভক্ষণ করা হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ أَتَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আবূ বাকর ছিদ্দীক্ব (রাযিঃ)-এর একজন গোলাম ছিল। তিনি তার জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তার রাজস্ব হতে খেতেন। একদিন সে কিছু সম্পদ নিয়ে আসে এবং তিনি সেখান হতে কিছু খান। তখন গোলাম তাঁকে বলল, আপনি এ খাদ্য সম্পর্কে কি জানেন? তিনি বললেন এ

কেমন খাদ্য? গোলাম বলল, আমি জাহেলী যুগে গণকী করতাম। আমি মানুষকে ধোঁকা দিতাম। ঐ সময়ের এক লোকের সাথে দেখা হলে সে আমাকে এ খাদ্য প্রদান করে। আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আবু বাকর ছিদ্দীক্ব (রাযিঃ) মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সব বমন করে দিলেন' *(বুখারী, মিশকাত হা বাংলা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ/২৬৬৬)*। ছাহাবীগণ হারাম খাদ্য হতে কিভাবে বাঁচার চেষ্টা করতেন অত্র হাদীছ তার বাস্তব প্রমাণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ الْعَقَارَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الْبَائِعُ الارْضِ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلاَمٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ فَقَالَ أَنْكِحُوا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বের যুগের জনৈক ব্যক্তি এক লোকের কাছে যমীন ক্রয় করেছিল। যমীন ক্রেতা যমীনে একটি সোনা ভর্তি পাতিল পেয়েছিল। যমীন ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আপনি আমার নিকট হতে সোনা নিন। নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট যমীন ক্রয় করেছি সোনা ক্রয় করিনি। যমীন বিক্রেতা বলল, আমি যমীন এবং যমীনের মধ্যে যা ছিল সবই বিক্রি করেছি। তারা দু'জন এক বিচারকের নিকট গেল। হাকিম তাদের বললেন, আপনাদের সন্তান আছে? একজন বলল আমার ছেলে আছে। অপরজন বলল আমার মেয়ে আছে। হাকিম বললেন, তোমরা তাদের বিবাহ দিয়ে দাও। আর এই সম্পদ তাদের প্রদান কর এবং বাকী দান কর *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাঃ২৮৮২, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)*।

পূর্বের লোকেরাও হারাম খাওয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন অত্র হাদীছও তার বাস্তব প্রমাণ।

৪৩. আত্মহত্যাকারী ঃ

আত্মহত্যা ইসলামী শরী'আতে গর্হিত অপরাধ। আত্মহত্যা ইহকাল-পরকাল ধ্বংস করে। এর জানাযাহ আল্লাহ্‌র রাসূল নিজে করেননি। পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(سورة النساء : ٢٩)

'তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আত্মহত্যা করবে আমি তাকে অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করব' *(নিসা ২৯)*।

عَنْ جُنْدَبٌ بن عبد الله عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِرَجُلٍ بِهِ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

জুনদুব (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যথা দুঃসহ্য বোধ করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন, আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম' *(বুখারী ১/১৮২ পৃঃ)*।

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

ছাবিত ইবনু যেহ্‌হাক (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে। জাহান্নামে তার হাতে লৌহাস্ত্র থাকবে সর্বক্ষণ সে তা দ্বারা নিজের পেটে ঢুকাতে থাকবে' *(বুখারী ১/১৮২ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে

আত্মহত্যা করবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ এভাবে আত্মহত্যা করবে' *(বুখারী ১/১৮২ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড় হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তার হাতে সেই লৌহাস্ত্রই থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সেটি ঢুকাতে থাকবে' *(বুখারী ২/৮৬০ পৃঃ)*।

عَنْ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

ছাবিত ইবনু যেহহাক (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা পৃথিবীতে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিনও তাকে তা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। কেউ যদি কোন মুমিন ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করে তাহলে সে তাকে হত্যা করার মত পাপ করল। কেউ যদি কোন মুমিন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়; তাহলে সে তাকে হত্যা করার মত পাপ করল' *(বুখারী ২/৮৯৩)*।

৪৪. মিথ্যুক ঃ

মিথ্যা কথা শরী'আতের বড় অপরাধ। এর মাধ্যমে সমাজে ধ্বংস নেমে আসে। মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না। এর পরিণাম জাহান্নাম। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (سورة آل عمران : ٦١)

'মিথ্যাবাদীদের প্রতি অভিশাপ করি' *(আলে-ইমরান ৬১)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (سورة الزاريات : ١٠)

'মিথ্যাচারীরা অভিশপ্ত হোক' *(যারিয়াত ১০)*।

আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐসব মিথ্যাবাদীদের কথা বলেছেন, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (سورة مؤمن : ٢٨)

আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(মুমিন ঃ ২৮)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وفي رواية وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَشَيْخٌ زَانٍ وَعَائِلٌ مُتَكَبِّرٌ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে করুণার দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না ; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি– (১) বৃদ্ধ যেনাকারী (২) মিথ্যাবাদী শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র' *(মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৮৮২)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে (২) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে (৩) তার নিকট আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫)*।

অবশ্য মুসলিম শরীফের হাদীছে বলা হয়েছে, এরূপ ব্যক্তি যদি ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। অর্থাৎ এগুলি থাকা সত্ত্বেও সে মুনাফিক।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি স্বভাব রয়েছে সে পূর্ণ মুনাফিক। আর যার মধ্যে ঐগুলির কোন একটি রয়েছে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব রয়েছে যতক্ষণ না সে পরিহার করে। (১) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে তা খিয়ানত করে (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (৩) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালাগালি করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৬ ও ৫৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা কারো প্রতি কোন বিষয়ে ধারণা কর না। কেননা অনেক সময় ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৮০৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। সততা কল্যাণের পথ দেখায় এবং

কল্যাণ জান্নাতের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ় থাকে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় সত্যনিষ্ঠ বলে লিখে নেয়া হয়। তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সাবধান থাক। মিথ্যা অনাচারের দিকে পথ দেখায় এবং অনাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাকে আল্লাহ্‌র খাতায় মিথ্যুক বলে লিখে নেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৬১৩)*।

অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, ক্বিয়ামাতের দিন মিথ্যাবাদীদের মুখের দু'পার্শ্ব মাথার পিছন পর্যন্ত লোহার বাঁকা লাঠি দ্বারা ফেড়ে ফেলা হবে' *(বুখারী, মিশকাত বাংলা ৮ম খণ্ড হা/৪৪১৬, স্বপ্ন অধ্যায়)*।

তিনটি স্থানে মিথ্যা কথা বলার অনুমতি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদান করেছেন (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে (২) মানুষের মাঝে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে (৩) স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৮১১)*

৪৫. হালালাকারী ও হালালাকৃত ঃ

হালালা হচ্ছে, তালাক-প্রাপ্তা মহিলাকে পুনরায় সে স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে তালাক নেয়া, যাকে 'পাঠা বিবাহ' বলা হয়। এটা ইসলামী শরী'আতে একটি গর্হিত ও জঘন্য অপরাধ যা তাওবা ছাড়া ক্ষমা হবে না। এটা একটা 'মুত'আ' বিবাহ যাকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চিরতরে হারাম করেছেন। আর এ বিবাহকে এক শ্রেণীর স্বার্থপর আলেম বৈধ বলেন। ইহা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তালাক হচ্ছে দু'টি' *(বাক্বারা ২২৯)*। অর্থাৎ শরী'আত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে দুই তালাক প্রদানের পরেও স্ত্রী ফেরত নিতে পাওে। এ সুযোগ আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ অসীম দয়া পরিত্যাগ করে এক মিথ্যা বানাও ট পাপপূর্ণ লজ্জাহীন অশ্লীল পন্থা অবলম্বন করেছে এক শ্রেণীর মানুষ।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, 'হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের উপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিশাপ করেছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৪, হাদীছ ছহীহ্)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

ওক্ববা ইবনু আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি তোমাদেরকে বলব কি? ভাড়া করা পাঠা বা ষাঁড় কাকে বলে, তাঁরা সকলে বললেন, হ্যাঁ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে হচ্ছে হালালাকারী। আল্লাহ্ তা'আলা হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয় উভয়ের উপর অভিশাপ করেছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৫, হাদীছ ছহীহ্ আলবানী)*। ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ) এর নিকট হালালার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা হারাম– *(হিদায়া ১/৩৭৬ পৃঃ)*। এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক ত্বালাক হবে তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعْ امْرَأَتَكَ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا قَالَ قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রুকানার পিতা রুকানার মাকে তালাক দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রী ফেরত লও। তিনি বললেন, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি তা জানি তুমি তাকে ফেরত লও। *(ছহীহ্ আবূদাঊদ, বুলুগুল মারাম হা/১০৭৩)*

বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাযিঃ) বলেন, ইমাম বুখারীর বাব এর তরজমা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ছাহাবা তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈগণ তিন তালাককে, তিন তালাক রূপে পতিত হওয়া জায়িয বলে ফাতাওয়া দিতেন না। *(ফাতহুল বারী ৯/২৮৯ পৃঃ)*

৪৬. পেশাব থেকে অসতর্ক ব্যক্তি ঃ

যেসব পাপে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তি দিবেন পেশাব থেকে অসতর্ক থাকা তার অন্যতম। বিশেষ করে এ জন্য কবরের শাস্তি খুব গুরুতর।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এ কবর দু'টিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে খুব একটা বড় ব্যাপারে হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব করার সময় নিজেকে রক্ষা করত না। অপর জন চোগলখুরী করত। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮ ; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৩১১)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বেশির ভাগ কবরের শাস্তি পেশাবের কারণে হয়ে থাকে।' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৪০, হাদীছ ছহীহ)*

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ.

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বনী ঈসরাইলদের কোথাও পেশাব লাগলে কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলত। এক ব্যক্তি নিষেধ করেছিল তাই তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ মিশকাত আলবানী হা/৩৭১)*

৪৬. খিয়ানাতকারী

খিয়ানত মুনাফিকের অন্যতম একটি আলামত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাফরমানী। ত্রুটি বর্ণনা খিয়ানাতের অন্তর্ভুক্ত। সামনে প্রশংসা করা অনুপস্থিতিতে দুর্নাম করা খিয়ানাত।

আল্লাহ্ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(سورة الأنفال : ٢٧)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের সাথে খিয়ানাত করনা এবং নিজেদের আমানাতের খিয়ানাত কর না' *(আনফাল ২৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি- (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে (৩) যখন আমানাত রাখা হয় তখন খিয়ানাত করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫; বাংলা মিশকাত হা/৪৯ 'শাবীরা গুনাহসমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে প্রায় খুৎবাতে বলতেন, 'যার আমানাত নেই তার ঈমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দিন নেই'। *(বায়হাক্বী, আলবানী, মিশকাত হা/৩৫ সনদ হাসান; বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড, হা/৩১ 'ঈমান' অধ্যায়)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তাকে সময় মত আমানত বুঝিয়ে দাও। আর যে তোমার খিয়ানত করে তার খিয়ানত করো না' *(তিরমিযী, আবূদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/২৯৩৪, হাদীছ ছহীহ; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৮০৬ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*

৪৭. অনুগ্রহ প্রকাশকারী

অনুগ্রহ প্রকাশ করা প্রায় মানুষেরই ব্যাধি। মানুষ কোন ব্যক্তির প্রতি দয়াশীল দান বা ঋণ প্রদান করে থাকে। কিন্তু গ্রহীতা যদি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তাহলে দাতা সময়ে সময়ে দানের কথা প্রকাশ করে তুলনা বা খোঁটা দিয়ে থাকে। অথচ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা গর্হিত অপরাধ। প্রবল বৃষ্টি হ'লে পাথরের উপর থেকে যেমন ধুলা-বালি ধুয়ে যায়, অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করলেও তেমনি নেকী ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة : ٢٦٤)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করনা সেই ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন এক মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। তার্পর ঐ পাথরের উপর প্রবল বৃষ্টি হ'ল এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন নেকী পায় না যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফেরদেরকে সঠিক পথ দেখান না' *(বাক্বারাহ ২৬৪)*।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ.

আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না, তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবূ যার (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তারা কারা? তারা তো খর্ব হ'ল তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (১) গিঁটের নিচে কাপড় পরিধানকারী (২) অনুগ্রহ করে প্রকাশকারী এবং (৩) মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মাল বিক্রয়কারী। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৭৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَ لاَ قَمَّارٌ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়ায় অংশগ্রহণকারী, অনুগ্রহ

প্রকাশকারী ও সর্বদা মদ পানকারী জান্নাতে যাবে না' *(মিশকাত হা/৩৬৫৩; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৪৮৬ 'হুদূদ' অধ্যায়)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অনুগ্রহ প্রকাশকারী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান ও সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫৬৮৮, দারেমী, মিশকাত, হা/৪৯৩৩, হাদীছ ছহীহ; বাংলা ৯ম খণ্ড হা/৪৭১৬)*।

عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ধোঁকাবাজ কৃপণ ও অনুগ্রহ প্রকাশকারী জান্নাতে যাবে না' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ)*।

৪৮. ভাগ্য অস্বীকারকারী

যেসব কাজ করলে মানুষ মুসলমান থাকে না তার অন্যতম হ'ল ভাগ্য অস্বীকার করা। জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঈমান কাকে বলে? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূল মণ্ডলীগণ, বিচারের দিন ও ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*

ভাগ্য অস্বীকারকারীর পরিণাম জাহান্নাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّا خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (سورة القمر : ٤٩)

'নিশ্চয়ই আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু ভাগ্য অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি' *(ক্বামার ৪৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ্ আসমান যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে

সকল সৃষ্টির ভাগ্য লিখে রেখেছেন’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯; বাংলা ১ম খণ্ড, হা/৭৩ ‘ঈমান’ অধ্যায়)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْئٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘প্রত্যেক জিনিসই ভাগ্য অনুযায়ী হয়, এমন কি বুদ্ধির দুর্বলতা এবং সরলতাও’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮০)*।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي مَسْخٌ وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ.

ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি আমার উম্মতের মধ্যে ভাগ্য অবিশ্বাসীদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দিয়ে এবং আকৃতি পরিবর্তন করে শাস্তি দেয়া হবে *(আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০৬ হাদীছ হাসান; বাংলা ১ম খণ্ড, হা/৯৯)*।

৪৯. গোপন দোষ সন্ধানকারী ও গোপন কথা শ্রবণকারী

যেসব কাজ আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে গোপন দোষ অনুসন্ধান করা। এরূপ কাজ অনুসন্ধান করলে মানুষকে অপমান করা হয় যা হারাম। এর বাসস্থান জাহান্নাম। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে স্বগৃহেও অপমান করেন। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফাযতের উদ্দেশ্য থাকে তবে ক্ষতিকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি করা জায়েয।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (سورة الحجرات : ١٢)

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা পাপ আর গোপনীয় বিষয় সন্ধান কর না এবং তোমরা পরস্পরের নিন্দা কর না’ *(হুজুরাত ১২)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَنًا.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা ধারণা করা হতে সাবধান থাক। কেননা ধারণাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা মানুষের গোপন কথা কান লাগিয়ে শুননা, কারো গোপন দোষ সন্ধান করো না, দালালী করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর শত্রুতা করো না, পরস্পর বিরোধিতা করো না। তোমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮০৮)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গোপন কথা শ্রবণ করে, অথচ তারা তা অপসন্দ করে। ক্বিয়ামতের দিন তার কানে গরম সিসা ঢেলে দেয়া হবে’ *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১৫১০)*।

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

আবূ সারমাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতি করে আল্লাহ তার ক্ষতি করেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর কঠোরতা করে আল্লাহ্ তার উপর কঠোরতা করেন’ *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/১৫০২, হাদীছ হাসান)*।

৫০. পরনিন্দা কারী ও চুগলখোর

পরনিন্দা হচ্ছে কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা মিথ্যা হ’লে সেটা অপবাদ, যা কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরনিন্দা যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি

কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। যেমন- খোঁড়াকে হেয় করার জন্য তার মত হেঁটে দেখানো। জীবিত মানুষের পরনিন্দা যেমন পাপ, মৃত মানুষের পর নিন্দাও তেমন পাপ। যে কাজের শাস্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সরাসরি জাহান্নামের উল্লেখ করেছেন পর নিন্দা তার অন্যতম। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (سورة الحجرات : ١٢)

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ। আর কারো গোপন দোষ অনুসন্ধান কর না এবং পশ্চাতে নিন্দা করো না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভায়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করে? তোমরা তো একে ঘৃণাই কর’ *(হুজুরাত ১২)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা পরনিন্দার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন পরনিন্দা কাজ মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার সমতুল্য ঘৃণিত।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (سورة الهمزة : ١)

‘প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর ধ্বংস সুনিশ্চিত’ *(হুমাযা ১)*।

মুখামুখি নিন্দা করাও গুরুতর অপরাধ। কারণ এতে মানুষকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ بَعُدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মানুষ কোন ভ্রূক্ষেপ না করে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিপূর্ণ এমন কতক কথা বলে, যার পরিণাম জাহান্নাম যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০২ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ نَمَّامٌ.

হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, ‘আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, পরনিন্দাকারী জান্নাতে যাবে না। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, চুগলখোর জান্নাতে যাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৩; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬১২)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা ক্বিয়ামতের দিন দু’মুখী লোককে সবচেয়ে অনিষ্টপূর্ণ পাবে। যারা এক জায়গায় যা বলে অন্যস্থানে তার উল্টা বলে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬১১)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা বললেন, ‘তোমরা জান কি গীবত কাকে বলে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘গীবত হচ্ছে- তুমি তোমার ভাইয়ের পশ্চাতে এমন কথা বল যা শুনলে সে অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি সেই দোষ তার মধ্যে থেকে থাকে তবুও কি তা গীবত হবে? তিনি বলেন, তুমি যদি সে দোষ ত্রুটি তার মধ্যে থাকে তবে তার গীবত করলে। আর তুমি যা বললে তা যদি বাস্তবিকই তার মধ্যে না থাকে তবে তার উপর অপবাদ দিলে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قُلْتَ لِأَخِيكَ مَا فِيْهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَ إِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যখন তুমি তোমার কোন ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলবে যা তার মধ্যে আছে, তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যখন তুমি তার সম্পর্কে এমন

কথা বলবে যা তার মধ্যে নেই তাহ'লে তার প্রতি অপবাদ দিলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৯)*।

উল্লেখ্য, বড় পাপ দু' ভাগে বিভক্ত। (১) আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত যা তওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। (২) মানুষের সাথে সম্পৃক্ত যা তওবা করে ক্ষমা হয় না বরং মানুষের নিকট ক্ষমা নিতে হয়, আর গীবত এ পাপের অন্তর্ভুক্ত।

৫১. হিংসুক

হিংসা হ'ল কারো কোনো সুখ-শান্তি দেখে দগ্ধ হওয়া ও তার ধ্বংস কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আসমানে কৃত সর্বপ্রথম পাপ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম পাপ। আসমানে ইবলীস আদম (আঃ)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদম পুত্র কাবীল হাবীলের প্রতি হিংসা করে। হিংসাপোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'আপনি বলুন, হিংসুকের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যখন সে হিংসা করে' *(ফালাক্ব ৫)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয় এবং মুশরিক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করা হয়। তবে এমন ব্যক্তি নয় যে তার ভাইয়ের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। ফেরেশতাদের বলা হয় সংশোধন হওয়া পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও' *(মুসলিম মিশকাত হা/৫০২৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৮০৯ 'আদব' অধ্যায়)*।

৫২. অভিশাপকারী

অভিশাপ একটি কাবীরা গোনাহ। অভিশাপকারী মুমিন হতে পারে না। এদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন কেউ সুপারিশ করবে না। সে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সত্যবাদী অভিশাপকারী হতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই অভিশাপকারী কখনো ক্বিয়ামতের মাঠে সাক্ষী দাতা ও সুপারিশকারী হতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২০; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০৯)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ–

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিক্বী বা পাপের কাজ এবং হত্যা করা কুফরী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৪; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬০৩)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, একদা বাতাস এক লোকের চাদর উড়িয়ে দেয়। লোকটি বাতাসকে অভিশাপ করে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'বাতাস আল্লাহ্র আদেশে চলে' তুমি তাকে গালি দিও না। নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যদি কারো প্রতি অভিশাপ করে আর সে অভিশাপের হকদার না হয় তাহ'লে অভিশাপকারীর প্রতি ফিরে যাবে'। *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮৫১ হাদীছ ছহীহ; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৬৩৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

عَنْ ثَابِتَ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ.

ছাবিত ইবনু যিহহাক (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মুমিনের প্রতি অভিশাপ করা, তাকে হত্যা করার মত অপরাধ *(মূল বুখারী ২/৮৯৩ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, পাপী ও সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করা যায়। আল্লাহ্ অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন *(হুদ ১৮)*। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদের প্রতি অভিশাপ করেছেন *(আলে ইমরান ৬১)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদ দাতা ও গ্রহীতার প্রতি অভিশাপ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত 'ক্রয় বিক্রয়' অধ্যায়)*। এরূপ বহু পাপীর প্রতি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিশাপ করেছেন যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

৫৩. অঙ্গীকার ভঙ্গকারী

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম। ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে। যা তার জন্য অপমানের কারণ হবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে বান্দার হক্ব নষ্ট করা হয়। এদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (سورة الإسراء : ٣٤)

'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' (ইসরা ৩৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (سورة المائدة : ١)

'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' *(মায়েদা ১)*।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ(سورة النحل : ٩١)

'তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং দৃঢ় কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা আল্লাহ্কে যামীন করেছ' *(নাহল ৯১)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা দাঁড় করে দেওয়া হবে এবং বলা হবে এই পাতাকা হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পরিচয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২৫; বাংলা ৭ম খণ্ড, হা/৩৫৫৫ 'প্রশাসন ও বিচার' অধ্যায়)*।

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গ কারীর জন্য একটি করে পতাকা থাকবে, যা দ্বারা তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বলে চেনা যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২৬)*।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِـــوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর পিঠের উপর একটি পতাকা থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর ওয়াদা ভঙ্গ অনুপাতে পতাকা উত্তোলন করা হবে। মনে রেখ, সবচেয়ে বড় ওয়াদা ভঙ্গ হচ্ছে সর্ব সাধারণের আমীরের ওয়াদা ভঙ্গ করা' *(মুসলিম মিশকাত হা/৩৭২৭)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে সে প্রকৃত মুনাফিক হবে (১) তার নিকট আমানাত রাখা হ'লে খিয়ানত করবে (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে এবং (৪) যখন ঝগড়ায় লিপ্ত হয় তখন অশ্লীল কথা বলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬; বাংলা ১ম খণ্ড, হা/৫০ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

৫৪. বিপদে বা কারো মৃত্যুতে মাথা নেড়ে করে ও বুকে আঘাত করে হায় হায় করে চিৎকারকারী ঃ

এভাবে চিৎকার করা কুফুরী। এ ধরনের নারী-পুরুষের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট হন। তওবা না করলে তাদেরকে আলকাতরা ও দস্তার তৈরি কাপড় পরিয়ে ক্বিয়ামতের মাঠে উঠানো হবে। এরূপ কান্নাকাটির জন্য তাদেরকে কবরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিপদে গালে-মুখে মারে, কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলিয়াতের মত চিৎকার করে ধ্বংস ডেকে আনে, সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬৬৩ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَا لَمَّا أُغْمِيَ عَلَى أَبُو مُوسَى أَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ ثُمَّأَفَاقَ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ.

আবূ বুরদা (রাযিঃ) বলেন, একদা আবূ মূসা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝে বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। তার স্ত্রী উম্মু আব্দুল্লাহ তাঁর নিকটে এসে কাঁদতে লাগল। আবূ মূসার জ্ঞান ফিরে এলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি জান রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি ঐ লোক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যে মাথা নেড়ে করে, কাপড় ফেড়ে ফেলে এবং চিৎকার করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬)*। আবূ মালিক আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াতের চারটি কাজ থাকবে যা তারা ছাড়বে না– (১) বংশের অহংকার (২) অপর বংশের নিন্দা (৩) তারকার মাধ্যমে পানি চাওয়া এবং (৪) চিৎকার করে কাঁদা। এরূপ ব্যক্তি মরার পূর্বে তওবা না করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরা ও দস্তার পোষাক পরানো হবে' *(মুসলিম মিশকাত হা/১৭২৭)*।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুগীরা ইবনু শু'বা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয়, তাকে ঐ কাঁদার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৪; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬৪৮ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ وَا جَبَلَاهْ وَا سَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَاكَيْنِ يَلْهَزَانِه وَيَقُوْلَانِ هَكَذَا كُنْتَ.

আবূ মূসা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন কোন মানুষ মারা যায়, অতঃপর তার জন্য যারা কাঁদে এবং হা-য়রে পাহাড়! হা-য়রে নেতা ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করে তখন ঐ মৃতের জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত করা হয়। তারা তাকে ঘুষি মারে আর বলে, তুমি কি সত্যিই এরূপ ছিলে? *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৪৬ হাদীছ হাসান)*। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) বলেন, একদা ইবনু রাওয়াহা অসুস্থতার কারণে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তার বোন কাঁদতে শুরু করল। বলতে লাগল, হে পাহাড়! হে এরূপ ভ্রাতা! হে সেরূপ অর্থাৎ তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিল। হুঁশ ফিরে আসলে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যা কিছু বলেছ সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যিই এরূপ? *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৪৫; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬৫৩)*।

উল্লেখ্য যে, শব্দবিহীন কাঁদা যায়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুমূর্ষু বাচ্চাকে দেখে, তখন দুই চক্ষু দিয়ে পানি প্রবাহিত হ'ল। সা'দ (রাযিঃ) বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ কি? অর্থাৎ আপনি কেন কাঁদছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'এটা দয়া, আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে রেখেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি দয়া করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৩)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অন্তর চিন্তিত হ'লে এবং চক্ষু প্রবাহিত হ'লে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৪; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬৩২)*।

৫৫. সীমালঙ্ঘনকারী

আল্লাহ্ অতীতের সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। কাউকে সাগরে ডুবিয়েছেন, কাউকে ভূগর্ভে ধ্বংস করেছেন, কাউকে ক্ষুদ্র দংশনে ধূলিস্যাৎত করেছেন, কাউকে ঝঞ্ঝা বায়ুতে মিশিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة الشورى : ٤٢)

'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ (سورة القصص : ٧٦)

'ক্বারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি বিদ্রোহ করল। আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, তার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল' *(ক্বাছাছ ৭৬)*। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, 'অতঃপর আমি কারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না' *(ক্বাছাছ ৮১-৮২)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا وَلاَ يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অহি করেছেন যে, 'তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও, বিদ্রোহ করো না' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪২১৪)*।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

আবূ বাকরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা ছিন্ন ব্যতীত এমন কোন পাপ নেই, যার শাস্তি পরকালে হওয়া সত্ত্বেও ইহকালে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাড়াতাড়ি করেন। অর্থাৎ বিদ্রোহ ও আত্মীয়তা ছিন্নের শাস্তি আল্লাহ্ তা'আলা তাড়াতাড়ি দেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪২১১)*।

৫৬. প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী ঃ

প্রতিবেশী নিকটবর্তী হোক কিংবা দূরবর্তী হোক, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয় মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেয়া যরূরী। যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, তারা জান্নাত পাবে না। এদের ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কসম করে বলেছেন, যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে যাবে না, প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী তার অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا(سورة النساء : ٣٦)

'আল্লাহ্র ইবাদত কর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' *(৩৬ নেসা)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবেশীর ধারাবাহিকতা পেশ করেছেন এবং যারা প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে না, তাদেরকে অহংকারী ও দাম্ভিক বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অন্যায় থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯৬২; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৭৪৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সেই ব্যক্তি কখনও জান্নাতে যাবে না, যার অন্যায়ের কারণে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩)*।

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দিবেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে এমনকি ছাগলের পায়ের ক্ষুর হ’লেও প্রতিবেশীর নিকট পাঠাতে হবে’ *(বুখারী মুসলিম মিশকাত হা/১৮৯২; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৭৯৮ ‘যাকাত’ অধ্যায়)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার দু’টি প্রতিবেশী আছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া প্রদান করব? তিনি বললেন, ‘উভয়ের মধ্যে যার বাড়ী তোমার বেশী কাছে তাকে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৩৬; বাংলা ৪র্থ খণ্ড, হা/১৮৪০)*।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ.

আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘হে আবূ যার! যখন তুমি তরকারী রান্না কর, তখন একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বেশি করো এবং তোমার প্রতিবেশীর হক্ব পৌঁছে দাও’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৭)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৮৩৫ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে আপ্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪০৬৯ ‘খাদ্য’ অধ্যায়)*।

৫৭. যে মুসলমানকে কষ্ট দেয় ঃ

মুসলমানকে শরী'আত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম। এতে মানুষ প্রকৃত মুসলমান থাকে না। সে হয় বড় ক্ষতিগ্রস্ত ও মিথ্যা পাপের বোঝাবহনকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (سورة الأحزاب : ٥٨)

'যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৫৮)*। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سورة الحجرات : ١١)

মুমিনগণ কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেই যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা পাপ। যারা এসব কাজ থেকে তওবা না করে তারাই অত্যাচারী' *(হুজুরাত ১১)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি জিনিস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন– (১) একে অপরকে উপহাস- বিদ্রুপ করতে নিষেধ করেছেন (২) পরস্পর পরস্পরের দোষ খুঁজতে নিষেধ করেছেন (৩) কেউ কোন পাপ করার পর তওবা করলেও তাকে সেই নামে ডাকতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِه.

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিহার করে' *(বুখারী ২৯০৫)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সুতরাং কেউ কারো প্রতি অন্যায় করবে না, কেউ কাউকে অপদস্ত করবে না, তুচ্ছ ভাববে না। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, পরহেযগারীতা এখানে আছে। মানুষের অনিষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পরস্পরের রক্ত, অর্থ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৯; বাংলা ৯ম খণ্ড, হা/৪৭৪২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

৫৮. রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণালংকার পরিধানকারী ঃ

পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণালংকার পরিধান করা হারাম। এগুলি পরিধান করলে জান্নাত লাভ করা যাবে না। কারণ এগুলি পুরুষেরা জান্নাতে পরিধান করবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষদের জন্য রেশমী বস্ত্র, স্বর্ণালংকার, জাফরান রঙের কাপড় ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

عَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ

ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১৬; বাংলা ৮ম খণ্ডম, হা/৪১২৭)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ.

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, তার জন্য পরকালে রেশমী বস্ত্রের কোন অংশ নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২০)*।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে, রেশমের তৈরি বস্ত্র ব্যবহার এবং তার উপর বসতে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১)*।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই স্বর্ণালংকার এবং রেশমী বস্ত্র আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯১২, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا وَفِي رِوَايَةٍ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পরিধানে হলুদ রঙের দু'খানা কাপড় দেখে বললেন, 'নিশ্চয়ই এগুলি কাফেরদের পোষাক, তা কখনও পরিধান করো না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি বললাম, কাপড় দু'খানা কি ধুয়ে ফেলব? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'বরং জ্বালিয়ে ফেল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৭; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৪১৩৪ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী ২/৮৭১ পৃঃ)*। অত্র বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরুষ রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণালংকার পরিধান করতে পারে না।

৫৯. জেনে শুনে নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে স্বীকারকারী ঃ

জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে দাবী করা কুফুরী। আল্লাহ্‌র অভিশাপ হবে তার উপর জান্নাত হারাম হয়ে যাবে।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي وَقَّصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ إِدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ এবং আবূ বাকরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী কওে, অথচ সে জানে যে সেই ব্যক্তি তার পিতা নয়, তাহ'লে তার প্রতি জান্নাত হারাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩১৪; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/৩১৭১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ أَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা হতে বিমুখ হয়ো না। যে ব্যক্তি তার পিতা হতে বিমুখ হ'ল অর্থাৎ অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করল, সে কুফুরী করল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩১৫)*।

عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ إِدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.

আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করে অথবা নিজ অভিভাবক ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক বলে স্বীকার করে, তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার নফল ও ফরয কোন ইবাদতই

কবুল করা হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮; বাংলা ৫ম খণ্ড, হা/২৬০৮ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ.

আবূ যার (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে দাবী করে, সে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি এমন বস্তুর দাবী করে যা তার নয়, সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়। আর কেউ যদি কাউকে কাফির অথবা আল্লাহ্‌র শত্রু বলে সম্বোধন করে, আর সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে তা না হয়, তাহ'লে সে ব্যক্তি কাফির বা আল্লাহ্‌র শত্রু হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত ১/৫৭ পৃঃ)*।

৬০. শরী'আত বিরোধী অছিয়তকারী ঃ

শরী'আতের বিরোধী অছিয়ত করলে হক্বদারের হক্ নষ্ট করা হয় যা মারাত্মক অপরাধ। নারী-পুরুষ মরণের সময় অন্যায় অছিয়ত করলে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ (سورة النساء : ١٢)

(ওয়ারিছদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হবে) 'তারা অছিয়ত এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। তবে অছিয়ত যেন অংশীদারদের ক্ষতি না করে' *(নিসা ১২)*।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

আবূ উমামা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিদায় হজ্জের দিন বলতে শুনেছি যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক হক্‌দারের হক্ব প্রদান করেছেন। অতএব ওয়ারিছদের জন্য কোন ওয়াছিয়ত করা যাবে না *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩০৭৩; বাংলা ৬ষ্ঠ খণ্ড,*

হা/২৯৪১)। খুব বেশি অছিয়ত করতে চাইলে তিন ভাগের একভাগ অছিয়ত করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৭১, 'ফারায়েয' অধ্যায়, 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*।

৬১. প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারী ঃ

প্রতারণা একটি গর্হিত অপরাধ। প্রতারণা এমন একটি অপরাধ যার মুকাবেলা আল্লাহ নিজে করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا - وَأَكِيدُ كَيْدًا (سورة الطارق : ١١-١٢)

'তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে আর আমি কৌশল অবলম্বন করি' *(ত্বারেক্ব ১১-১২)*।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (سورة فاطر ١٠)

'যারা অন্যায় কাজের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে' *(ফাত্বির ১০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (سورة البقرة : ١٩)

'তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারদের ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়, কিন্তু তারা তা অনুভব করতে পারে না' *(বাক্বারাহ ১৯)*।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ

নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে' *(বুখারী ১/২৮ পৃঃ)*

عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'প্রতারক, কৃপণ ও খোঁটাদানকারী জান্নাতে যাবে না' *(নাসাঈ 'আশরিবা' অধ্যায়, 'সর্বদা মদপান' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ আলবানী)*।

৬২. সন্তান হত্যাকারী ঃ

সন্তান হত্যা করা জঘন্যতম অত্যাচার তা অর্থনৈতিক কারণে হৌক অথবা সামাজিক লজ্জায় হৌক। সন্তান হত্যা করলে বংশ ধ্বংস করা হয় অথচ বংশ বৃদ্ধি

করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। সন্তান হত্যা করলে সন্তানের অধিকার বিনষ্ট করা হয়। যে হত্যা সম্পর্কে ক্বিয়ামতের মাঠে সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে। সন্তান হত্যা মহাপাপ। অবশ্য গর্ভ নিরোধ আর গর্ভপাত সমান নয়। গর্ভপাত হ'ল সন্তান হত্যা করা। গর্ভ নিরোধ পাপ নয়, তবে সুখী সংসারের আশায় গর্ভ নিরোধ করলে শিরক হবে যা বড় পাপ। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (سورة الإسراء : ٣١)

'তোমরা দারিদ্র্যতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযক দেই এবং তোমাদেরও আমিই দিচ্ছি। তাদের হত্যা করা বড় বড় পাপ' *(ইসরা ৩১)*।

আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (سورة التكوير ٨-٩)

'জীবন্ত কন্যাকে যখন (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে' কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে' *(তাকবীর ৮-৯)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যত সন্তানকে গর্ভাবস্থায় হত্যা করা হচ্ছে সমস্ত সন্তানকে ক্বিয়ামতের দিন তার হত্যা করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوْاللهَ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ.

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বানাবে অর্থাৎ শিরক করবে অথচ সে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর কোন পাপ বড় মর্মে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এ ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাওয়ায় শরীক হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯)*। অত্র হাদীছে নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আহার দানের ভয়ে সন্তান হত্যা করা পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাপাপ।

৬৩. অপ্রয়োজনীয় কুকুর পালনকারী ঃ

কুকুর মারাত্মক প্রাণী। যে কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে, সাতবারের একবার মাটি দ্বারা মাজতে হবে। এর বিষ ধ্বংসাত্মক। কুকুর মেহমান দেখলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ভিখারী কুকুরকে দেখে ভয় পায়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শিকারী বা পাহারাদার কুকুর ব্যতীত সাধারণ কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই ক্বীরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৮; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৯২০ 'শিকার' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধারণ কুকুর পালন করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শিকার করা বা ক্ষেত-খামার, বাড়ি বা পশু পাহারাদারির উদ্দেশ্যে ছাড়া কুকুর পালন করবে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত নেকী কমে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৯)*। উল্লেখ্য, এক ক্বীরাত নেকী ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে কুকুর হত্যা করার আদেশ করলেন। একজন মহিলা গ্রামাঞ্চল থেকে কুকুর সাথে করে আসলে আমরা সেটাও হত্যা করি। তারপর তিনি কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করেন। শেষে তিনি বলেন, খুব কালো, দুই চোখের উপর দু'টি সাদা চিহ্নিত বিশিষ্ট কুকুর হত্যা কর। কারণ এই শ্রেণীর কুকুর শয়তান। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০০; বাংলা ৮ম খণ্ড, হা/৩৯২২ 'শিকার' অধ্যায়)*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিকারী ও পশু পাহাদার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০১)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাতিলে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯০; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৪৫৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুকুর এক ক্ষতিকর প্রাণী।

৬৪. ছালাত পরিত্যাগকারী ঃ

যে সব ইবাদত পরিত্যাগ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার একটি হচ্ছে ছালাত। ছালাত এমন একটি ইবাদত যা ত্যাগ করলে মানুষের আর কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না। ছালাত ত্যাগ করলে মানুষ মুসলমান থাকে না। ছালাত ত্যাগকারীর ঠিকানা জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (سورة مريم : ٥٩)

'অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ। পরবর্তীতে তারা ছালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং অচিরেই তারা ভ্রান্তপথের ফলভোগ করবে' *(মারইয়াম ৫৯)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ (سورة الماعون : ٤-٥)

'ধ্বংস সুনিশ্চিত ঐ সব ছালাত আদায়কারীর জন্য যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী' *(মাঊন ৪-৫)*।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (سورة المنافقون : ٩)

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ছালাত থেকে গাফিল না করে। যারা এ ব্যাপারে গাফিল হয় তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৯)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (سورة المدثر : ٤٢-٤٣)

'ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের কিসে জাহান্নামে নীত করেছে। তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায় করতাম না; অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না' *(মুদ্দাছছির ৪২-৪৩)*।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاَتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ وفي رواية فسد سائر عمله.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেয়া হবে। ছালাতের হিসাব ঠিক হলে সে সফল হবে। আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে *(তিরমিযী, আবূদাউদ, তাবারানী আওসাত, আলবানী, সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৫৮; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/২৫৭৩)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

বুরায়দাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমাদের এবং মুনাফিকদের মাঝে ওয়াদা হচ্ছে ছালাত। যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল' *(আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হা/৫২৭ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ العبد وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'বান্দা এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত ছেড়ে দেয়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড হা/৫২৩)*।

عَنْ بُرَيْدَةَ قال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

বুরায়দাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৯৫; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হা/৫৪৭ 'তাড়াতাড়ি ছলাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইবরাহীম নাখঈ আইয়ুব সাখতিয়ানী এবং আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) বলেন, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ছালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করতে হবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, কাফের হিসাবে হত্যা করতে হবে *(আল-কাবায়ির ৪০ পৃষ্ঠা)*।

যারা রুকু-সিজদায় পিঠ সোজা করে না তাদের ছালাত ঠিক হয় না– *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৭৮; বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড, হা/৮১৮ 'রুকু' অনুচ্ছেদ)*। 'যারা রুকু-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না তারা ছালাত চোর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৮৮৫)*। 'তাড়াহুড়া করে সিজদা করা মুনাফিকের ছালাত' *(আবূদাঊদ- ছালাত অধ্যায়)*। মুনাফিকদের নিকট ছালাতের মধ্যে সবচেয়ে ভারী ছালাত হচ্ছে এশা এবং ফজরের ছালাত– *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬, সনদ হাসান, বঙ্গানুবাদ ৩য় খণ্ড, হা/৯৯৯)*। ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, 'যারা এশা এবং ফজরের জামা'আতে উপস্থিত হতে পারে না তাদেরকে আমরা মুনাফিক মনে করতাম' *(বুখারী)*।

৬৫. ছালাতের জামা'আত ত্যাগকারী ঃ

জামা'আতে ছালাত আদায় করা নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যা ত্যাগ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। কারণ বিহীন জামা'আত ত্যাগ করলে ছালাত কবূল হয় না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্ধ ব্যক্তিকেও জামা'আতে আসার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। তাছাড়া জামা'আতে না আসা মুনাফিকের লক্ষণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أَمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার ইচ্ছা হয় আমি একজনকে ছালাত আদায়ের আদেশ করি। অতঃপর সে মুছল্লীদের নিয়ে ছালাত আদায় করবে। আর আমি কিছু লোকের মাধ্যমে খড়ি নিয়ে ঐ সব লোকের কাছে যাব যারা জামা'আতে উপস্থিত হয়নি এবং তারা সহ তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৩; বাংলা ৩য় খণ্ড, হা/৯৮৬ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কোন লোক নেই। তাই সে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বাড়িতে ছালাত আদায় করার অনুমতি চাইল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডাকলেন এবং বললেন, 'তুমি কি আযান শুনতে পাও'? লোকটি বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তাহ'লে তোমাকে মসজিদে আসতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪)*।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ قَالُوا لاَ قَالَ أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ قَالُوا لاَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ.

উবায় ইবনু কা'ব (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ফজরের ছালাত আদায় করালেন। তিনি সালাম ফিরে বললেন, 'ওমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে?' ছাহাবীগণ বললেন, না। তিনি বললেন, 'ওমুক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে?' ছাহাবীগণ বললেন, না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী হচ্ছে

এশা ও ফজর ছালাত। যদি তারা এশা ও ফজর ছালাতের প্রতিদান জানত, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও মসজিদে আসত' *(আবূদাঊদ, নাসঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১০৬৬; বাংলা ৩য় খণ্ড, হা/৯৯৯)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এশা ও ফজরের ছালাত মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে বেশী ভারী। তারা যদি জানত এশা ও ফজরের ছালাতের কি প্রতিদান রয়েছে, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বাংলা ২য় খণ্ড, হা/৫৮০ 'ছালাতের ফযীলতসমূহ' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ.

আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'গ্রামে হোক আর মাঠে হোক যেখানে তিনজন লোক অবস্থান করা সত্ত্বেও জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত প্রতিষ্ঠিত করে না, তাদের উপর শয়তান জয়ী থাকে। তোমাদের জন্য জামা'আতে ছালাত আদায় করা যরূরী। নিশ্চয়ই একাকী থাকলে বাঘে খায়' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত ১০৬৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাঘের সামনে যেমন একা পড়লে রক্ষা পাওয়া যায় না, তেমনি জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় না করলেও কল্যাণ পাওয়া যায় না।

৬৬. জুমু'আর ছালাত পরিত্যাগকারী ঃ

জুমু'আর ছালাত ফরয। উহা ত্যাগকারী কাফির-ফাসিক বিবেচিত হবে। ছালাত ত্যাগ করাও মুনাফিকের লক্ষণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة الجمعة : ٩)

'হে মুমিনগণ! জুম'আর দিনে যখন জুম'আর ছালাতের আযান দেয়া হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি এসো এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ' *(জুম'আ ৯)*। 'যারা জুম'আর ছালাত আদায় করে না, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। ফলে তারা গাফিল হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০; বাংলা ৩য় খণ্ড, হা/১২৯০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি অলসতা করে পরস্পর তিন জুম'আ পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন' *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৭১ 'জুম'আর ছালাত ফরয' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ ابْنِ مَسْعُودْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُيُوتَهُمْ-

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) বলেন, যারা জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করে, তাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি চাই একজন লোককে ছালাতের ইমামতি করার নির্দেশ প্রদান করি। অতঃপর যারা জুম'আর ছালাত আদায় করতে যায় না তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭৮; বাংলা ৩য় খণ্ড, হা/১২৯৬)*।

৬৭. যাকাত অনাদায়কারী ঃ

যে সব কাজ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তওবা ছাড়া পাপ ক্ষমা হয় না, যাকাত অনাদায় তার মধ্যে একটি বড় পাপ। যাকাত আদায় না করলে মানুষের রুযী হারাম হয়ে যায়। আর রুযী হারাম হলে কোন ইবাদত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০; বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/২৬৪০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (سورة آل عمران : ١٨٠)

'যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তারা কৃপণতা করে। তারা যেন এ ধারণা না করে যে, তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের জন্য

মঙ্গলজনক বরং তা তাদের জন্য অত্যন্ত অনিষ্টপূর্ণ কাজ। তারা কৃপণতা করে যা জমা করেছে ক্বিয়ামতের দিন তা তাদের কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে' *(ইমরান ১৮০)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (سورة حم السجدة ٧)

'ধ্বংস সুনিশ্চিত ঐ সব মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত প্রদান করে না' *(হা-মীম সাজদাহ্ ৭)*।

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (سورة التوبة : ٣٤-٣٥)

'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদের সম্পদগুলি উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে এবং বলা হবে এই হচ্ছে তোমাদের আত্মার জন্য জমাকৃত সম্পদ। তোমরা যা জমা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবাহ ৩৪-৩৫)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُعْطِي حَقَّ مَالِهِ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'সর্বপ্রথম তিন শ্রেণীর লোক জাহান্নামে যাবে। (১) স্বেচ্ছাচারী শাসক (২) যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি (৩) অহঙ্কারী ফকীর। *(আহমাদ, আল-কাবায়ির ৫৮ পৃঃ)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে তার যাকাত আদায় করে না ক্বিয়ামতের দিন তার সে সম্পদকে টেকো মাথা বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে, তার দু'চোখে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে। ক্বিয়ামতের দিন ঐ সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তার দু'চোয়াল কামড়িয়ে ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ। আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ। তারপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াত পড়ে শুনালেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪; বঙ্গানুবাদ ৪র্থ খণ্ড, হা/১৬৮২ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

৬৮. বিনা কারণে রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগকারী ঃ

রামাযান মাসের ছিয়াম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। রামাযান মাসের ছিয়াম ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। যা আদায় না করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة البقرة : ١٨٣)

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমরা তাক্বওয়াশীল হবে' *(বাকারাহ ১৮৩)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) ছালাত আদায় করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) হজ্জ পালন করা। (৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪ 'ঈমান' অধ্যায়)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(سورة البقرة : ١٨٤)

এটা গুণিত কয়েকদিন। অতঃপর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যান্য দিনগুলিতে ছিয়াম পালন করবে। যারা ছিয়াম পালন করতে অক্ষম তারা মিসকীনদের খাওয়াবে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি ছিয়াম পালন কর তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর। যদি তোমরা তা বুঝাতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৪)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি রামাযানের ছিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি একটি দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখ? সে বলল, না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি কি ক্রমাগত দু'মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তুমি বস। এ সময় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট খেজুর ভর্তি একটা পাত্র নিয়ে আসা হল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই পাত্রের খেজুরগুলি তুমি দান করে দাও। লোকটি বলল ঃ মদীনায় আমাদের অপেক্ষা অধিক গরীব আর কেউ নেই। এটা শুনে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেসে উঠলেন। তাতে তাঁর সামনের দাঁতগুলি প্রকাশ হয়ে গেল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারের লোকদের খাওয়াও *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০১; বঙ্গানুবাদ ৪র্থ খণ্ড, হা/১৯০৭ 'ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করা' অনুচ্ছেদ)*।

৬৯. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ অনাদায়কারী (যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় করে না) ঃ

হজ্জ একটি ফরয ইবাদত। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ পালন করা যরূরী। যারা হজ্জ পালন করে না। তারা পরকালে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : ١٩٦)

'তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পালন কর' *(বাক্বারাহ ১০৬)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران : ٩٧)

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বাইতুল্লাহর হজ্জ পালন করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যারা সেখান পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষমতা রাখে। আর যে ব্যক্তি তা আদায়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পালন করতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহ সমগ্র জগৎ থেকে মুখাপেক্ষীহীন' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ

ইবনু ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর– (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল- এই সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) ছালাত ক্বায়িম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) রামাযানের ছিয়াম পালন করা। (৫) আল্লাহ্‌র সম্মানিত ঘরের হজ্জ পালন করা।' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا– الحج .

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সামনে খুৎবায় বললেন, 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৫; বঙ্গানুবাদ ৫ম খণ্ড, হা/২৩৯১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

সূরা আলু ইমরানের উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি হজ্জের ফারযিয়াত অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে’ *(ইবনু কাসীর ১/৪৭৩ পৃষ্ঠা)*।

৭০. আমলবিহীন আলিম এবং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জনকারী ঃ

যাদেরকে আল্লাহ বিদ্যা দান করেন, তাদেরকে রাতে বিদ্যাচর্চা করতে হবে, দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং সে অনুপাতে দা‘ওয়াত দিতে হবে ও পরিবার পরিচালনা করতে হবে। যেসব বিদ্বান বিদ্যা অনুযায়ী আমল করে না ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাথাকে পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চৌচির করা হবে। আর যারা শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জন করবে তারা জান্নাত লাভে ব্যর্থ হবে।

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু’জন ফেরেশতা আমার হাত ধরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রাস্তায় কতগুলি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। তন্মধ্যে একটি দৃশ্য দেখলাম যে, একজন আলিমের মাথা পাথর দিয়ে মেরে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকটে আসলাম, যে ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এবং একজন ব্যক্তি বড় পাথর হাতে নিয়ে তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যখন পাথরটি তার মাথায় মারছে তখন তার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি পাথরটি নিয়ে আসার জন্য সে দিকে যাচ্ছে। পাথর নিয়ে আসার পূর্বেই তার চূর্ণবিচূর্ণ মাথা ঠিক হয়ে যাচ্ছে এবং যেমন ছিল তেমন হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় সে ফিরে আসছে এবং তার মাথায় মারছে। ... পরবর্তীতে ফেরেশতা দু’জন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, ঐ যে আপনি দেখলেন, এক ব্যক্তির মাথাকে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে সে ব্যক্তি আলিম। আল্লাহ তাকে বিদ্যা দান করেছিলেন কিন্তু সে রাতে ঘুমিয়ে থাকত বিদ্যা চর্চা করত না এবং দিনে বিদ্যা অনুযায়ী আমল করত না। আপনি যেমন দেখলেন, এরূপ তার শাস্তি হতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১; বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড ‘স্বপ্ন’ অধ্যায়)*।

৭১. এমন আলিম যারা বক্তব্য অনুপাতে আমল করে না ঃ

যেসব আলিম বক্তব্য অনুপাতে আমল করে না, পরিবারকে সে অনুপাতে পরিচালনা করার চেষ্টা করে না। পেশাগতভাবে বক্তৃতা করে বেড়ায় তাদের স্থান জাহান্নাম।

أُسَامَةَ بن زيد قال قال رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُـلِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فيطحن فيها كطحـن الْحِمَـارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَـا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَـاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

ওসামা ইবনু যায়েদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ ‘এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯, ৯ম খণ্ড হা/৪৯১২ ‘আদব’ অধ্যায়, ‘সৎ কাজের নির্দেশ’)*।

৭২. বিদ‘আতকারী ঃ

প্রকাশ থাকে যে, বিদ‘আত দু’ধরনের হয়। এক- অভ্যাসমূলক বিদ‘আত। যেমন- জীবনের ব্যবহারিক কাজে কর্মে ও বৈষয়িক জীবন যাপনের জন্য নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন এবং নবআবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা অভ্যাসমূলক বিদ‘আত যা বৈধ। দুই- ইবাদতে বিদ‘আত যা দীনের মধ্যে নতুন কিছু কাজ বা পন্থার সংযোজন করা। আর এটা নিষিদ্ধ। কেননা শরী‘আতের মৌলিক বিধি-বিধান অপরিবর্তনীয়। এতে কোন প্রকার সংযোজন-বিয়োজন চলে না। এ মর্মে কেউ নতুন কিছু করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে, আর তার পরকাল হবে ভয়াবহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (سورة الكهف : ١٠٤-١٠٥)

'হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের কথা বলে দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সেই লোক যাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই নষ্ট হয়ে গেছে অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহফ ১০৪-১০৫)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪০ বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হা/১৩৩ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'কেউ যদি কোন আমল করে আর সে আমলের উপর আমার কোন নির্দেশনা না থাকে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী ২/১০৯২ পৃঃ, মুসলিম হা/৪৪৬৮ 'মীমাংসা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮)*।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন উদ্ভব বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রান্ত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক পথভ্রষ্টই জাহান্নামী' *(নাসাঈ- হা/১৫৭৯, সনদ হাসান, আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৫ বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হা/১৫৮)*।

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আইর নামক স্থান হতে ছাউর নামক স্থান পর্যন্ত হচ্ছে হারাম এলাকা। কেউ যদি এখানে বিদ'আত করে অথবা বিদ'আতকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং সকল ফেরেশতা ও সকল মানুষের পক্ষ থেকে অভিশাপ। তার নফল এবং ফরয কোন প্রকার ইবাদত কবুল করা হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮ বঙ্গানুবাদ ৫ম খণ্ড হা/২৬০৮ 'মদীনা হারাম হওয়া ও আল্লাহর পাহারা' অনুচ্ছেদ, 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

عن جابرقال قال رسول الله صلى الله عليه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাম্‌দ ও ছালাতের পর বললেন, 'নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে- আল্লাহ্‌র বাণী। আর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে- মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ। কাজের মধ্যে অনিষ্টপূর্ণ কাজ হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব। আর প্রত্যেক নতুন কাজ ভ্রান্ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১ বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হা/১৩৪)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي

সাহল ইবনু সা'আদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের সবার আগে হাউয কাউছারে উপস্থিত হব। যে ব্যক্তি

আমার পাশ দিয়ে যাবে সে কাউসারের পানি পান করবে আর যে ব্যক্তি পানি পান করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না। অবশ্যই অবশ্যই জনগণ আমার সামনে উপস্থিত হবে, আমি তাদের চিনতে পারব এবং তারা আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার এবং তাদের মাঝে আড় করা হবে, আমি তখন বলব, নিশ্চয়ই তারা আমার উম্মত। তারপর আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না। আপনার পরে তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কাজ উদ্ভব করেছে। তখন আমি বলব, তাদের সরাও সরাও যারা আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভব করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১, বঙ্গানুবাদ ১০ম খণ্ড হা/৫৩৩৪ 'হাউয কাউছার ও শাফা'আতের বর্ণনা')*।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-উপর মিথ্যারোপকারী বা জাল-যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী

যারা যাচাই বাছাই করে হাদীছ বর্ণনা করে না, জন সমাজে সুনাম অর্জনের জন্য অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য জাল-যঈফ হাদীছ বা মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করে তাদের থাকার স্থান জাহান্নাম।

عن عَلِيٍّ ابن طالب قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ

আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। নিশ্চয়ই আমার উপর মিথ্যারোপকারী জাহান্নামে প্রবেশ করাবে' *(বুখারী হা/১০৬ 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৯, মুসলিম- মুকাদ্দামা ১/৭ পৃঃ, ইবনু মাজাহ হা/২৯ 'সুন্নাত' অধ্যায়)*।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

জাবির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী হা/১১০, মুসলিম- মুকাদ্দামা ১/৭ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'কেউ যদি আমার নামে হাদীছ বানায় যা আমি বলিনি, সে যেন তার

থাকার স্থান জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী হা/১০৯ 'ইল্‌ম' অনুচ্ছেদ-৩৯, ইবনু মাজাহ হা/৩৪)*।

৭৩. শির্‌ককারী ঃ

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শির্‌ক করা।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ (مسلم ١٢٦)

আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় তিনটি পাপের কথা বলব কি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। *(বুখারী- ১/৩৬২ পৃঃ, হা/২৬৬৪, 'শাহাদাত' অধ্যায়; মুসলিম- ১/৬৪ পৃঃ, হা/২৫৫, 'ঈমান' অধ্যায়, 'বড় পাপ' অনুচ্ছেদ)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (سورة لقمان : ١٣)

'নিশ্চয়ই শির্‌ক বড় অত্যাচার' *(লুকমান ১৩)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ(سورة المائدة: ٧٢)

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আল-মায়িদাহ ৭২)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة الأنعام : ٨٨)

'যদি তারা শির্‌ক করে তাহলে তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে' *(আন'আম ৮৮)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورة الزمر :٦٥)

'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করেন তাহলে আপনার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(যুমার ৬৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا(سورة النساء : ٤٨)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শির্‌ক করে। আর তিনি এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(আন-নিসা ৪৮)*।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে সে জাহান্নামে যাবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে না সে জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত, বাংলা মিশকাত ১ম খণ্ড হা/৩৪, 'ঈমান' অধ্যায় হা/৩৮)*।

عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِك قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً –

আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট যমীন ভর্তি পাপ নিয়ে আস আর শির্‌ক মুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ কর তাহলে আমি ঐ যমীন ভর্তি পাপ ক্ষমা করে দিব' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৩৬; বাংলা মিশকাত ৫ম খণ্ড, হা.২২২৮ 'ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা' অনুচ্ছেদ)*।

৭৪. বিপদ দূর করা অথবা রোগ মুক্তির আশায় কোন কিছু ব্যবহার করা শির্‌কঃ

রোগ মুক্তির আশায় তামার বালা অথবা অষ্ট ধাতুর আংটি ব্যবহার করা শির্‌ক। গাভীকে যে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গাভীর গলায় চামড়া

ব্যবহার করা বালা-মছীবত থেকে বাঁচার জন্য সাদা কড়ি চুলে বেঁধে ব্যবহার করা বাচ্চাকে শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার আশায় কালো সুতায় গিরাহ দিয়ে ব্যবহার করা বাচ্চা যেন না মরে এ আশায় কান ফুঁড়িয়ে বালি ব্যবহার করা এবং যে কোন উদ্দেশ্যে তাবীয ব্যবহার করা শির্‌ক। কারণ যে কোন সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন অন্য কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة الأنعام : ١٧)

'যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী আর কেউ নেই; পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ দান করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান' *(আন'আম ১৭)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (سورة يوسف : ١٠٧)

'আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই; আর যদি আল্লাহ তোমার মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ইউনুস ১০৭)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ(سورة الزمر : ٣٨)

'হে নবী আপনি বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করা ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে' *(যুমার ৩৮)*।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا (فَإِنَّكَ لَوْمُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا)

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তির হাতে তামার বালা দেখে বললেন, এটা কি? সে বলল, দুর্বলতার কারণে (ব্যবহার করছি)। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা খুলে ফেল কারণ এটা তোমার দুর্বলতা বেশী করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। তুমি যদি মারা যাও আর এই বালা যদি তোমার হাতে থেকে যায় তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ (أحمد ١٦٧٦٣)

উক্ববাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি তা'বীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দিবেন না। আর যে কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (أحمد ١٦٧٧١)

উক্ববাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দলটির ৯ জনকে বায়'আত করালেন এবং একজনকে বায়'আত করালেন না। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ৯ জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার সাথে একটি তা'বীয রয়েছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তা'বীয ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকেও বায়'আত করালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তা'বীয ব্যবহার করল সে শির্ক করল' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)*।

عَنْ أَبِي وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ عَنْ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ

يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ (٣٤٣٣)

রুওয়াইফা ইবনু ছাবিত (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হে রুওয়াইফা! হয়তো তুমি আমার পরেও অনেক দিন বেঁচে থাকবে। সুতরাং তুমি লোকদেরকে এ কথা বলে দিও যে, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিট দিল অথবা তা'বীয জাতীয় বেল্ট বা সুতা (ছেলে-মেয়ের বা প্রাণীর গলায়) পরাল কিংবা চতুস্পদ জন্তুর গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইসতেঞ্জা করল, নিশ্চয়ই তার সাথে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন সম্পর্ক নেই' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫১ সনদ ছহীহ, বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/৩২৪ 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

নিশ্চয়ই ঝাড়ফুঁক তা'বীয এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য কৌশল অবলম্বন করা শিরক *(আবূদাঊদ সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৫৫২, বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৩৫৩ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়)*।

৭৫. গণকী করা শির্ক ঃ

হাতের রাশি দেখে ভাগ্যের ভবিষ্যৎ প্রকাশ করা ,হাত চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর সংবাদ দেয়া, টিয়া পাখির মাধ্যমে ভাগ্যের ভবিষ্যৎ প্রকাশ করা গণকের নিকট হারিয়ে যাওয়া বস্তু জানতে চাওয়া এগুলো সবই শির্ক।

قَالت حفصة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

হাফছাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট যাবে এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে ৪০ দিন তার ছালাত কবুল করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড হা/৪৩৯৩ 'জ্যোতিষীর গণনা' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আবূ হুরাইরা ও হাসান (রাঃ) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ ‘যে কোন গণক বা জ্যোতির্বিদদের নিকট আসল এবং তার বলা কথার প্রতি বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর যা (কুরআন মাজীদ) অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করল *(আহমাদ ২/৪২৯পৃঃ)*

৭৬. গাছ, পাথর, কোন স্থান, কোন পুরাতন নিদর্শন কিংবা কোন মৃত মানুষের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা শির্ক ঃ

যেমন ঃ কোন মৃত পীর-দরবেশের মাযারে যাওয়া বা তাদের আস্তানায় গিয়ে বরকত হাছিল করা শির্ক। কোন স্থানে গিয়ে ছালাত আদায় করে কিংবা কিছু দান করে বরকত হাছিল করা শির্ক। কোন দিনকে লক্ষ্য করে কোন অনুষ্ঠান করা শির্ক। যেমন জন্ম দিবস পালন করা, মৃত দিবস পালন করা, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চ, ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন করা শির্ক। নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে কিছুকাল ও সপ্তাহ উদযাপন করা, ধর্মীয় কাজ উপলক্ষে ও ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাবেশ করা, প্রতিকৃতি তৈরী ও স্মরণীয় মূর্তি দাঁড় করা, মাতম করা ও জানাযার পন্থা উদ্ভাবন করা এবং কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা সবগুলিই শির্ক।

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (ترمذي ٢١٠٦)

আবূ ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুনাইনের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুল গাছ ছিল যার চারপাশে তারা বসত এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটিকে তারা (যাতুল আনওয়াত) বলত। আমরা একদিন একটি কুল গাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, হে

আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের যেমন নির্ধারিত গাছ আছে আমাদের জন্যও তেমনি একটি গাছ নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “আল্লাহু আকবার” তোমাদের এ দাবী পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথা বলেছ যা বনী ইসরাঈলরা মূসা (আঃ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল, হে মূসা! মুশরিকদের যেমন মা‘বূদ আছে আমাদের জন্য তেমন মা‘বূদ বানিয়ে দাও। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা মূর্খের মত কথাবার্তা বলছ’ *(সূরা আ‘রাফ ১৩৮)*। ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতিই অবলম্বন করছ’ (তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ)। অত্র কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কিছুর মাধ্যমে বরকত হাছিল করা শির্ক।

৭৭. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শির্ক ঃ

আল্লাহ ছাড়া যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে পশু যবেহ করা শির্ক। যেমন মাযারে বা কোন পীরের আস্তানায় গরু, ছাগল, মুরগী নিয়ে গিয়ে যবেহ করা শির্ক। কারণ ছালাত যেমন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আদায় করা সুস্পষ্ট তেমন পশু যবেহও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়া সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পশু যবেহ করার বিষয়টি ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(سورة الأنعام : ١٦٢)

‘হে নবী! আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই, যার কোন শরীক নেই’ *(আনআম ১৬২)*।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন, ‘আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং পশু যবেহ করুন’ *(কাউছার ২)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৭০, বঙ্গানুবাদ ৫ম খণ্ড, হা/৩৮৯৩ ‘শিকার ও যবেহ’ অধ্যায়)*। কাজেই কোন মাযারে বা কোন পীরের আস্তানায় পশু যবেহ করা শির্ক। এমনকি যে সব স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হয় সে সব স্থানে আল্লাহ্‌র নামেও পশু যবেহ করা হারাম’ *(আবূদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৪৩৭, বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড, হা/৩২৯০, ‘মানত’ অনুচ্ছেদ)*।

৭৮. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা শির্ক ঃ

কোন বালা-মছীবত দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা কিছু অর্জন করার আশায় মাযারে জীবিত কিংবা মৃত পীরের নামে পশু বা কোন কিছু মানত করা শির্ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ (سورة البقرة ٢٧٠)

'তোমরা যা কিছু দান কর আর যা কিছু মানত কর আল্লাহ তা জানেন' *(আল-বাকারাহ ২৭০)*।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه

আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে মানত করে সে যেন তা পুরা করার মাধ্যমে আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কাজে মানত করে সে যেন আল্লাহ্র নাফারমানী না করে (মানত পূরণ না করে) *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭, বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড হা/৩২৮১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র নামে বৈধ স্থানে মানত মানা যায় এবং তা পালন করা যরূরী *(আল-বাকারাহ ২৭)*।

৭৯. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আশ্রয় চাওয়া শির্ক ঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট কিছু চাওয়া ও পাওয়ার আশা করা কিংবা পীর-ফকীরের নিকট কিংবা তাদের মাযারে সন্তান বা কিছু কামনা করা শির্ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (سورة الجن : ٦)

'মানুষের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জিনের কাছে আশ্রয় চাইত, এর ফলে জিনদের গর্ব ও অহমিকতা আরো বেড়ে গিয়েছিল' *(জিন ৬)*।

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

খাওলাহ বিনতে হাকীম (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন বাড়িতে বা স্থানে অবতীর্ণ হয়ে বলবে–

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহ্র পূর্ণ কালামের নিকট তার সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ স্থান ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২, বঙ্গানুবাদ ৫ম খণ্ড, হা/২৩১০ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আশ্রয় চাওয়া যায় না।

৮০. আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া বা দো'আ করা শির্কঃ

সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র কাছে কিছু চাওয়ার নাম হচ্ছে দো'আ। আর দুঃখ-দুর্দাশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে দো'আ করার নাম হচ্ছে ইস্তিগাছা বা সাহায্য চাওয়া। যাবতীয় বালা-মুছীবত ও দুঃখ-কষ্টের সময় একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাইতে হবে। একমাত্র তিনিই দো'আকারীর ডাকে সাড়া দেন। তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি কোন নবী, ফেরেশতা, ওয়ালী অথবা অন্য কারো নিকট দো'আ করল অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে এমন ব্যাপারে সাহায্য চাইল, যে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই, সে মুশরিক, কাফির। সাথে সাথে সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেল এবং জাহেলী উম্মাতে পরিণত হল। সৃষ্টিজগতের কোন ব্যক্তি তার নিজের কিংবা অন্যের কল্যাণ অথবা বালা-মছীবত দূর করার ক্ষমতা রাখে না; বরং সৃষ্টি জগতের সবাই সর্ববিষয়ে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ - وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ (سورة يونس ١٠٦-١٠٧)

'আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকো না যে তোমার কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি এমন কাজ কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে

ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর অন্য কেউ ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না' *(ইউনুস ১০৬-১০৭)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ (سورة العنكبوت : ١٧)

'তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট খাদ্য চাও এবং তাঁরই ইবাদত কর' *(আনকাবূত ১৭)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (سورة الأحقاف : ٥)

'তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে ব্যক্তি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না' *(আহকাফ ৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (سورة النمل : ٦٢)

'বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয়? যখন সে ডাকে। আর কে তার কষ্ট দূর করে?' *(নামল ৬২)*।

অর্থাৎ বিপদের সময় একমাত্র আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি তাঁর নিকটতম লোকদের কল্যাণ সাধন করতে না পারেন, শত্রুপক্ষের আক্রমণকে ঠেকাতে না পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ, পীর, ফকীর, ওলী, দরবেশ কিংবা মাযার, খানকা, আস্তানা কিংবা গাছ-পাথরের নিকট এরূপ আশা করা নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ বৈ কিছুই নয়। আমাদের নবী তাঁর মেয়ে ফাতিমাহকে বলেন ঃ

يَا فَاطِمَةُ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللهِ شَيْئًا

'হে ফাতিমাহ! আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি কোন উপকার করতে সক্ষম হবো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩, বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড, হা/৫১৪১ 'সতর্কতা অবলম্বন ও ভীতি প্রদর্শন' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ أَنَسٍ شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ

আনাস (রাযিঃ) বলেন, উহুদের যুদ্ধে নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং তার সামনে দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুঃখ করে বললেন, 'ঐ জাতি কী করে কল্যাণ পেতে পারে যারা তাদের নবীকে আঘাত করে?' *(বুখারী- মাগাযী অধ্যায়)*

৮১. নেককার আদম সন্তানের মুশরিক হওয়ার অন্যতম কারণ

নেককার, পীর, বুযুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা মানুষের মুশরিক হওয়ার অন্যতম কারণ। একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে খাছ কোন হক্বের মধ্যে কোন নেককার ব্যক্তি বা পীর-বুযুর্গ কিংবা কোন নেতাকে হক্বদার বানানো। কেননা আল্লাহ্‌র হক্বের মধ্যে কোন অংশীদারই শরীক হতে পারে না। আর অন্যকে তাঁর সাথে হক্বদার মনে করায় সবচেয়ে বড় শির্ক। হক্ব বা অধিকার তিন প্রকার। এক ঃ আল্লাহ্‌র হক্ব, তা হল চাওয়া-পাওয়া, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার হক্বদার একমাত্র আল্লাহ। দুই ঃ শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র রাসূল। তিন ঃ যৌথ অধিকার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের যথাযথ আনুগত্য করা। যারা আল্লাহ ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হক্ব যথাযথ আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করতে পারে একমাত্র তারাই ওলী আউলিয়াদের যথাযথ সম্মান করতে পারে। নেককার লোকদেরকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসায় হচ্ছে শির্কের উৎপত্তি। অবশ্য এ ভালবাসা এখন ভণ্ড পীর ও নেতাদের দখলে চলে গেছে। ফলে শির্কের পরিধি আরও অনেক বেড়ে গেছে। যেমন ভালবাসার স্থান পেয়েছে শহীদ মিনার, কবরে পুষ্প প্রদান, নেতাদের মাযারে পুষ্প প্রদান, নেতাদের ছবি-মূর্তি, শ্রদ্ধাঞ্জলী, বিজয় দিবস ও তার পালন নীতি, জন্ম দিবস ও তার প্রস্তুতি, শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণ ইত্যাদি। মৃত পীর-ওলীদের বাস্তব শ্রদ্ধা এসব শির্কের মূলকেন্দ্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (سورة النساء : ١٧١)

'হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না' *(আন-নিসা ১৭১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا(سورة نوح : ٢٣)

'কাফেররা বলল, তোমরা তোমাদের মা'বূদগুলিকে কখন পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে 'ওয়াদ', সু'আও, 'ইয়াগূছ', 'ইয়াউক্ব' এবং নছর (মূর্তিগুলিকে) কখনও পরিত্যাগ করো না' *(নূহ ২৩)*।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এগুলি হচ্ছে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত সেসব জায়গায় তাদের মূর্তি স্থাপন কর এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলির নামকরণ কর। তখন তারা তাই করল। তবে তাদের জীবদ্দশায় ঐ সমস্ত মূর্তির পূজা করা হয়নি, কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং মূর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেল তখনই এগুলির ইবাদত শুরু হল *(বুখারী ২/৭৩২ পৃঃ, অত্র হাদীছে মূর্তিপূজার সূচনা প্রমাণিত হয়)*।

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর করেছিল, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল বল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৭ বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড হা/৪৬৮০ 'আদাব' অধ্যায়, 'অহংকার' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ (ليس هذا الحديث في المسلم)

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাড়াবাড়িতে সীমালঙ্ঘন করায় ধ্বংস হয়েছে *(মুসলিম)*।

৮১. যে কোন ক্ববরের ইবাদত করা শির্ক ঃ

ক্ববরের পার্শ্বে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে এত কঠোরতা সেখানে কোন ব্যক্তির ইবাদত করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? ক্ববরের পার্শ্বে যে সব কার্যকলাপ হয় তা দু'ধরনের- একটি বৈধ অপরটি নিষিদ্ধ। ক্ববরের ব্যাপারে বৈধ কাজ হচ্ছে- শরী'আত সম্মত উপায়ে ক্ববর যিয়ারত করা। অপরটি হচ্ছে- ক্ববর স্পর্শ করা এবং ক্ববরবাসীকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ওয়াসীলা হিসাবে গণ্য করা। ক্ববরের পার্শ্বে ছালাত আদায় করা, বাতি জ্বালানো, আগরবাতি লাগানো এবং ক্ববরের উপরে সৌধ নির্মাণ করা। ক্ববরবাসীর কাছে দো'আ করা। সাহায্য চাওয়া, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আবেদন করা। কোন ব্যক্তি যদি এ আক্বীদা পোষণ করে যে, উদ্দেশ্য হাছিলের ক্ষেত্রে ক্ববরবাসীরা স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। ক্ববর পূজা করা, ক্ববরের পার্শ্বে অনুষ্ঠান করা ও ক্ববরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা ইহুদী-খৃষ্টানদের কাজ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ (البخاري ١٣٤١)

আয়েশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) হাবশায় যে গির্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি দেখেছিলেন, তা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাদের মধ্যে কোন নেককার লোক মৃত্যুবরণ করলে তার ক্ববরের উপর মসজিদ তৈরী করত এবং মসজিদের মধ্যে তাদের ছবি অঙ্কন করত। তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০৮ বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৩০৯ 'ছবির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

আয়েশাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবনের শেষ অসুখে বলেছিলেন, 'ইহুদী-খৃষ্টানদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের ক্ববরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১২ বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড হা/৬৫৯ 'মসজিদসমূহ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*।

عَنْ جُنْدَب قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ (مسلم ٨٢٧)

জুনদুব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'মনে রেখ নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী এবং নেককার লোকদের ক্ববরকে মসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা ক্ববরকে মসজিদ বানাইওনা। আমি তোমাদেরকে ক্ববরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)*।

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (مؤطا ٣٧٦)

আতা ইবনু ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রার্থনা করে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ক্ববরকে মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হবে। আল্লাহ ঐ জাতির উপর রাগান্বিত হয়েছেন যারা তাদের নবীগণের ক্ববরকে মসজিদে পরিণত করেছে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৫০ সনদ ছহীহ, বঙ্গানুবাদ ২য় খণ্ড হা/৬৯৪)*।

অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন মানুষের ক্ববরকে ইবাদতের স্থান কিংবা কোন অনুষ্ঠানের স্থান করা শির্ক।

৮২. যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভুক্ত বিষয় ঃ

যাদুকে শির্কের মধ্যে শামিল করার কারণ হচ্ছে- যাদু শির্ক ব্যতীত কার্যকর করা সম্ভব নয়। আবার শয়তানী আত্মার ওয়াসীলা ব্যতীত যাদুকরের স্বার্থ অর্জিত হয় না। তাই যাদুবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত মানুষের একত্ববাদ পরিপূর্ণ হতে পারে না। যাদু দু'টি কারণে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (১) যাদু বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয় এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। (২) যাদু বিদ্যায় ইলমে গায়েবের দাবী করা হয়। যাদুকরের জ্ঞান ও যাদুবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্বের দাবী করা হয়, এটা নিঃসন্দেহে শির্ক। তাছাড়া যাদুকে কার্যকর করতে গেলে অনেক হারাম, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কার্যকলাপের আশ্রয় নিতে হয় যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ (سورة البقرة : ١٠٢)

'কিন্তু শয়তানেরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত' *(আল-বাক্বারাহ ১০২)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ (سورة النساء : ٥١)

(আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারী এক শ্রেণীর লোক) "জিবত" যাদু এবং তাগূত্বকে বিশ্বাস করে' *(আন-নিসা ৫১)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক; তার একটি হচ্ছে যাদু' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২; বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড হা/৪৭ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

عن بجالة بن عبدة أنه قَالَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ سَاحِرَةٍ

বাজালাহ ইবনু আবাদাহ থেকে বর্ণিত, ওমর (রাযিঃ) মুসলিম গভর্নরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় বলেছিলেন, "তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা কর" *(বুখারী, বায়হাক্বী, আল-কাবায়ির ২৬ পৃঃ)*।

عَنْ أَبِي مُوسَى الاشعري أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ (أحمد ١٨٧٤٨)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না। (১) সর্বদা মদপানকারী, (২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, (৩) যাদুর প্রতি বিশ্বাসকারী। *(আহমাদ, মিশকাত হা/৩৬৫ বঙ্গানুবাদ ৭ম খণ্ড হা/৩৪৮৯ 'মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শন' অনুচ্ছেদ)*

৮৩. কুলক্ষণ বা অশুভ ফলগ্রহণ ঃ

পাখি উড়িয়ে অথবা কোন কিছু দেখে ও শুনে অশুভ ফল গ্রহণ করা। আর তা হচ্ছে মানুষ দীনী বা দুনিয়াবী কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে এমন কিছু দেখতে পায় বা শুনতে পায় যা তার কাছে অপসন্দনীয়। তখন সে কাজটি পরিত্যাগ করে বা করতে সাহস করে না। কারণ তার মধ্যে ইসলাম বিরোধী আকিদা সৃষ্টি হয় এবং সে শির্কে পতিত হয়। সাথে সাথে এ রকম অশুভ ফল মানুষের বুদ্ধি বিবেক নষ্ট করে দেয়। অসংখ্য দৃশ্য, কথা ও কর্মে মানুষের অশুভ ধারণা হয়। যেমন- রাস্তায় বের হয়ে নারীদের সাথে দেখা হলে উদ্দেশ্য হাছিল হয় না। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় ফিরে গেলে উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। পিছন হতে ডাকলে যাত্রা সুফল হয় না। রাতে ঘরের আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেলা যায় না। রাতে মানুষকে টাকা কর্জ দেয়া যায় না। রাতে ও সকালে বাকী বিক্রি করা যায় না। রাতে গাছের ফল পাড়া যায় না, রাতে লোহা নিয়ে বের না হলে বাচ্চাকে চোরা চুন্নি পাখিতে ধরে। জামা কলা খেলে জমজ সন্তান হয়। গরুকে লাথি মারা যায় না। জুতা পায়ে দিয়ে শস্য ক্ষেতে বা শস্যের উপর যাওয়া যায় না। ঘরের উপর কাক ডাকলে কুটুম্ব আসে। হাত হতে গ্লাস পড়লে কুটুম্ব আসে। ছেলের মাথায় ঝাড়ু লাগানো যায় না, ছেলের মাথায় মায়ের আচল লাগানো যায় না। স্বামীর নাম ধরে ডাকা যায় না ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (سورة الأعراف : ١٣١)

'মনে রেখ, আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না' *(আ'রাফ ১৩১)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ (سورة يس : ١٨-١٩)

'জনগণ রাসূলগণকে বলল, আমরা তোমাদের অশুভ কুলক্ষুণে মনে করছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর দ্বারা হত্যা করব এবং

আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। তখন রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভ কুলক্ষণ তোমাদের সাথে রয়েছে' *(ইয়াসীন ১৮-১৯)*।

عن ابي هريرة قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وفي رواية ولا نَوْءَ ولا صَفَرَ ولا غُولَ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'দীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, পেঁচা পাখির ডাকের মন্দ প্রতিক্রিয়া, পেটে পীড়াদায়ক সাপ, নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত ও ভুত বা দৈত বলে কিছু নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৭৮-৪৫৭৯ বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪৩৭৬-৭৭ 'শুভ ও অশুভ লক্ষণ' অনুচ্ছেদ)*।

عن عبد الله بن مسعود عن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال الطِّيَرَةُ شِرْكٌ قاله ثَلاَثًا

ইবনু মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'অশুভ বা কুলক্ষণ ফল গ্রহণ করা শির্কী কাজ। কথাটি তিনি তিনবার বললেন *(আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫৮৪ বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড হা/৪৩৮২)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ (احمد ٦٧٤٨)

ইবনু ওমর (রাযিঃ) বলেন, কুলক্ষণ বা অশুভ ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলত শির্ক করল। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কী? রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা এ দো'আ পড়- আল্লাহুম্মা হতে গায়রুকা পর্যন্ত। হে আল্লাহ! তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অশুভ ছাড়া কোন অশুভ নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই *(আহমাদ, আলবানী-সিলসিলা ছহীহা হা/১০৬৫, ৩/৫৪ পৃষ্ঠা)*।

৮৪. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা শির্ক ঃ

অনুগ্রহ লাভ করা এবং বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া, সাথে সাথে কথা ও কাজে তাঁরই আনুগত্য করা যখন একত্ববাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখন অমুক অমুক নক্ষত্রের মাধ্যমে বা বরকতে বৃষ্টি হচ্ছে এ ধরনের কথা বলা শির্‌ক এবং একত্ববাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (سورة الواقعة : ٨٢)

'তোমাদের রিযিক (নক্ষত্রের মধ্যে) নিহিত আছে মনে করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ' *(ওয়াক্বিয়া ৮২)*।

عن ابي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ (مسلم، كتاب الجنائز ١٥٥٠)

আবূ মালিক আশ'আরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'জাহিলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। এক- বংশের অহঙ্কার করা। দুই- বংশের বদনাম গাওয়া। তিন- নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা এবং চার- মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৭ বঙ্গানুবাদ ৪র্থ খণ্ড হা/১৬৩৫ 'মৃতের জন্য কাঁদা' অনুচ্ছেদ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (مسلم، كتاب الإيمان ١٠٤)

যায়েদ বিন খালিদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়া নামক স্থানে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। সে রাতে আকাশ মেঘাচ্ছান্ন ছিল। ছালাতান্তে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের প্রতিপালক কী

বলেছেন? লোকেরা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমান অবস্থায় অথবা কাফের অবস্থায় সকাল করে। যে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমান আনল এবং নক্ষত্রকে অস্বীকার করল। আর যে ব্যক্তি বলল, অমুক অমুক নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করল, আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান আনল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৬ বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড হা/৪৩৯৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা নক্ষত্র দেখে বৃষ্টির কথা বলে তারা মুশরিক কাফির।

৮৫. ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে- লোক দেখানো কর্ম ঃ

মানুষের প্রশংসা এবং সম্মান অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অথবা কেবলমাত্র পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য কাজ করা যা মানুষের খুলুছিয়াত এবং তাওহীদকে কলুষিত করে। লোক দেখানো, সুনাম অর্জন, নেতৃত্ব দান, দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন একটি আল্লাহ্‌র ইবাদতের দ্বারা আশা করা শির্‌ক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وفي رواية فانا منه بري هو الذي عمله (مسلم ٥٣٠٠)

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে আমি ঐ অংশীদারকেও অংশিদারিকে প্রত্যাখ্যান করি'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি ঐ ব্যক্তির কর্ম হতে মুক্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৫ বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড হা/৫০৮৪)*।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الشِرْكُ الخَفِيِّ اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيُزَيِّدُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظْرِ رَجُلٍ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? ছাহাবীগণ বললেন, জ্বি হাঁ। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তা হচ্ছে গোপন শির্ক। (আর এর উদাহরণ হচ্ছে) একজন মানুষ ছালাতে দাঁড়িয়ে এই খেয়ালে ছালাত আদায় করে যে, কোন মানুষ তার ছালাত আদায় করা দেখছে' *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৩৩৩ বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড হা/৫১০১)*। আলবানী হাদীছটি ছহীহ বলেছেন।

৮৬. কোন কর্মের মাধ্যমে শুধু দুনিয়া উপার্জন করা শির্ক ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ - أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(سورة هود : ١٥-١٦)

'যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি' *(হুদ ১৫-১৬)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। পোষাক বিলাসী ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলে খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, আরো খারাপ হোক, সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১ বঙ্গানুবাদ ৯ম খণ্ড 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় হা/৪৯৩৪)*।

দুনিয়াদারের প্রতি আল্লাহ্র নবী বদদো'আ করেছেন।